ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-68 ■ 8 December, 2025 ■ আগরতলা ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এডিসি ভোটের আগে তৎপরতা বাড়াল বিজেপি

রাজ্যজুড়ে সংগঠন শক্তিশালীর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আজ প্রদেশ কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং আসাম—ত্রিপুরা প্রদেশের সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু। শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠককে আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, বৈঠকে আগামী দিনের বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে দলের সংগঠন কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা, তৃনমূল স্তরে দলের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং আসন্ন দুই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের প্রস্তুতিএই তিন বিষয় বৈঠকের মূল এজেন্ডা ছিল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সামনে ত্রিপুরা আদিবাসী স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যজুড়ে, বিশেষত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিজেপি তাদের সংগঠন ব্যাপক রূপে বিস্তার করছে। বিভিন্ন মন্ডল ও শাখা স্তরে দলীয় নেতৃত্বরা ঘন ঘন সফর করছেন, বুথস্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক পর্যালোচনা করছেন এবং কর্মীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখছেন। এ অবস্থায় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আজকের বৈঠককে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এডিসি নির্বাচনের ফলাফলই আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে। তা মাথায় রেখেই বিজেপি সংগঠনের সর্বস্তরে শক্তি বাড়াতে সচেষ্ট হচ্ছে। এছাড়াও এডিসি নির্বাচনের সঠিক দল শরিক দল তিপরা মথার অবস্থান নিয়েও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এমতাবস্থায় বিজেপির এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সচেতন মহল।

হারিয়ে যাওয়া ২৭টি মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। গত তিন মাসে হারিয়ে যাওয়া মোট ২৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সফল হলো আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে এই মোবাইল ফোনগুলি হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

এসপি নমিত পাঠক আরও জানান, উদ্ধার হওয়া ২৭টি মোবাইলের মধ্যে ২২টি মোবাইল 'সিইআইআর' (ঙ্কজ্ঞট) পোর্টালের সাহায্যে ট্রেস করা হয়েছে। আধুনিক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় গলফ ট্যুরিজমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হল: রাজ্যপাল

রাজ্য সরকার গলফ টুরিজম নিয়ে রাজ্যকে পর্যটনের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা ওপেন গলফ টুর্নামেন্ট নিছক একটি প্রতিযোগিতা নয় এর মধ্যদিয়ে গলফ প্রতিযোগিতা আয়োজনের সর্বভারতীয় অঙ্গনে ত্রিপুরা নিজের জায়গা করে নিল। ত্রিপুরায় গলফের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা একটি মাইল স্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আজ বিকালে শালবাগানস্থিত টাস্কার বিএসএফ গলফ কোর্সে ত্রিপুরা ওপেন গলফ টুর্নামেন্টের সমাপনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে ত্রিপুরায় গলফ টুরিজমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হল। এখানে গলফ টুরিজমের প্রসার ঘটলে এর প্রভাব রাজ্যের প্রতিটি স্তরে ঘটবে। রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

ত্রিপুরায় গলফ খেলার জন্য অনেক বিস্তৃত সবুজ টিলা ভূমি রয়েছে। গলফ খেলার পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে এই জায়গাগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। আজ শালবাগানস্থিত টাস্কার বি এস এফ গলফ কোর্সে ত্রিপুরা ওপেন গলফ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, মরুভূমিতে যদি গলফ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা যেতে পারে তাহলে ত্রিপুরার মত সুন্দর পার্বত্য অঞ্চলে অনায়াসে গলফের আয়োজন করা যেতে পারে। ছোট রাজ্য হলেও ত্রিপুরায় পর্যটনের ব্যাপক সম্ভার রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর ত্রিপুরায় ইকো-ট্যুরিজম, ধর্মীয় পর্যটন ইতিমধ্যেই দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। গলফের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হলে একে কেন্দ্র করেও রাজ্যে পর্যটকদের ব্যাপক সংখ্যায় আগমন ঘটতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার পর্যটনের ক্ষেত্রে গলফ টুরিজমকে যুক্ত করে রাজ্যকে পর্যটনের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। তিনি বলেন, গলফ হল দক্ষতা ও শারীরিক সক্ষমতার এক সংমিশ্রন। আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই গলফ খেলার প্রচলন শুরু হয়েছে। দেশের মধ্যে কোলকাতা গলফ ক্লাব হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ইতিহাস ব্রিটিশ আমল থেকে লেখা হয়ে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা ওপেন গলফ টুনামেন্টে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের জম্পুইহিলের পাদদেশে গলফ খেলার মত সুদৃশ্য জায়গা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে এগুলিকে কাজে লাগানো হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার খেলাধুলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গলফ কোর্ট বানানোর জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগী হবে।

তিনি বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজ্য

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এসআইআর নিয়ে বিএলও-দের সতর্কবার্তা সুদীপের

বিজেপির চাপ খেয়ে যদি কেউ অন্যায়ভাবে কাজ করেন, তাহলে চাকরি থেকেও হাত ধুতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া কিংবা এসআইআর---কে কেন্দ্র করে নোয়াগাঁওতে কংগ্রেসের সভায় সরব হলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। সভা মঞ্চ থেকেই তিনি বিএলও—দের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেক নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় নিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্য রাজ্যে যে ধরনের বিকৃতি হয়েছে, ত্রিপুরায় তা হতে দেব না। বিজেপির চাপ খেয়ে যদি কেউ অন্যায়ভাবে কাজ করেন, তাহলে চাকরি থেকেও হাত ধুতে হবে।”

সভায় সুদীপ রায় বর্মন আরও বলেন, কংগ্রেস কোনওভাবেই বিদেশীর নাম ভোটার তালিকায় রাখার পক্ষে নয় এবং একটি স্বচ্ছ, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরিই তাদের প্রধান লক্ষ্য। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ করে তিনি অভিযোগ করেনমোদী সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন অন্যায়ভাবে সহায়তা করছে।

উল্লেখ্য, ৬ আগরতলা ব্লক কংগ্রেস কমিটির এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগরতলা নোয়াগাঁও এলাকায় যে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। শনিবার গভীররাতে সেই মঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত থেকে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল সিআরপিএফ ও পুলিশ। কিন্তু অনুষ্ঠান বাদ না দিয়েই খোলা আকাশের নিচে আজকের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবিষয়ে গোটা রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষোভ প্রকাশ করেন কংগ্রেস বিধায়ক।

তিনি বলেন, ছুটির দিনে স্কুলে সম্মেলন করার অনুমতি না মেলায় বিকল্প হিসেবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ডেকোরেটরদের ভয় দেখিয়ে চেয়ার-টেবিলসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভাড়া না দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সুদীপ রায় বর্মন। শেষ পর্যন্ত খোলা আকাশের নিচেই সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

সভামঞ্চে সুদীপ রায় বর্মন আরও বলেন, বর্তমান সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাস বিকৃত করছে এবং ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি চালাচ্ছে। তাঁর দাবিদেশভাগের জন্য দায়ী আরএসএস, হিন্দু মহাসভা ও জিন্না; অথচ আজ কংগ্রেস, জহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধীকে দোষারোপ করা হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে খোদাই করা ৯৩ হাজার শহীদের নামের মধ্যে ৬৩ হাজারই মুসলমানএই তথ্য তুলে ধরে ইতিহাসকে বিকৃত না করার আহ্বান জানান তিনি।

সরকারি নীতির সমালোচনায় তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকার জিএসটি চাপিয়ে জনগণের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ওষুধপত্রসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মুল্যবৃদ্ধির জন্য তিনি কেন্দ্রকে দায়ী করেন। শিক্ষক ও চিকিৎসকের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর অভিযান, ৮৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফ। পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুর মহকুমার সিধাই থানার অন্তর্গত ডিগিয়াবাড়ি বিওপি-র জওয়ানরা আজ ৮৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার, শালবাগান থেকে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভারত---বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মাদক পাচার সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য হাতে পেয়েই ডিগিয়াবাড়ি বিওপি-র জওয়ানরা বিশেষ অভিযান

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চার লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস, পুলিশের পায়ে ধরে গাঁজা বাগান রক্ষার আর্তি চাষীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। পুলিশের পায়ে ধরেও রক্ষা হয়নি গাঁজা বাগান। কান্নার রোল বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের পুরান পাগলী বাড়ি এলাকায়। চোখের সামনে পুলিশের ধ্বংসলীলা দেখে গাঁজা বাগানের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এক মহিলা গাঁজা চাষী। ঘটনা রবিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের পুরান পাগলী বাড়ি এলাকায়।

এদিন সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা”র নেতৃত্বে টি এস আর প্রথম এবং একাদশ ব্যাটেলিয়ান, সিআরপিএফ এবং মহিলা পুলিশ হানাদেয় রামনগর ভিলেজের পুরান পাগলী বাড়ি এলাকায়। এই এলাকার রাবার বাগানের ভেতরে বন দপ্তরের হেক্টরের পর হেক্টর জায়গা জুড়ে গাঁজা বাগান গড়ে তুলে গাঁজা চাষিরা। আজ সকাল থেকে ১৫০ জন পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাঁজা বাগানে। মহিলা গাঁজা চাষীরা পুলিশের এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। তারা দলবদ্ধভাবে সাহস করে পুলিশ টিএসআর এবং সিআরপিএফ এর সামনে এসে কান্না করতে থাকে যাতে করে তাদের গাঁজা বাগান ধ্বংস না করা হয়। গাঁজা চাষীরা কেউ হাতজোড় করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পুলিশের পায়ে ধরে।

কেউ আবার পুলিশের সামনে গাঁজা বাগানের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে চিৎকার করে কান্না করতে থাকে। গাঁজা চাষিরা কেউ কেউ ওসি অজিত দেববর্মা ”র পায়ে ধরে পর্যন্ত কান্না করেছেন গাঁজা বাগান না ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু পুলিশ টিএসআর এবং বিএসএফ নিজ দায়িত্বে অবিচল ছিল। তারা রামনগর পুরানবাড়ি এলাকার সমস্ত গাঁজা বাগান ধুলিস্যাৎ করে দেয়। মাটিতে লুটিয়ে চিৎকার করতে থাকে গাঁজা চাষিরা। বেশ কয়েকজন পুরুষ গাঁজা চাষী লাঠি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিশাল পরিমাণ প্রশাসনের সামনে তারা টিকে থাকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

পুলিশ গাঁজা চাষীদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ধ্বংস করে ফেলে সমস্ত গাঁজা বাগান। বিশাল পরিমাণ পুলিশ এবং ফৌজের মোকাবেলা করতে না পেরে পালিয়ে যায় গাঁজা চাষীরা। একজন মহিলা গাঁজা চাষী পুলিশের সামনেই গাঁজা বাগানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যুব সমাজকে আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতা ছেড়ে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জয়নগর মেলার মাঠ সপ্তম অঞ্চল সম্মেলন উপলক্ষে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনাল রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দে সহ অন্যান্যরা। যুব সমাজকে আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতা ছেড়ে সমাজের জন্য কাজ করার আহ্বান জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আত্মকেন্দ্রিকতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। সে ক্ষেত্রে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় দিচ্ছে তা প্রশংসার দাবি রাখে বলে উল্লেখ করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন প্রত্যেককেই আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।

সমাজে শুধু নিজের জন্য বাঁচতে চলবে না সমাজের অন্যের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে। সমষ্টিগত উন্নয়নী হল যুবসমাজের লক্ষ্য। এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে আগামী দিনে আরো সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রতি আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, কুমিল্লার দুই ব্যক্তিকে ঘিরে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মাঝে সম্প্রতি চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দুই ব্যক্তিকে ঘিরে তারকারাজ্যে নানা ধরনের উদ্বেগজনক অভিযোগ ছড়িয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে শুনে আসছিল যে বাংলাদেশে নাকি অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবকদের উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে জড়ানোর চেষ্টা চলছে। এসব অভিযোগের পর আবারও কুমিল্লা থেকে উঠে এসেছে দুই ব্যক্তির নাম।

স্থানীয় সাংবাদিকদের বরাতে অভিযোগ উঠে, কুমিল্লার এক ব্যক্তি আলমগীরকে কুখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী এব একটি তথাকথিত

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর জাতীয় সড়কে তল্লাশির জটিলতায় লরি চালকদের অবরোধ, দীর্ঘ যানজট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ ডিসেম্বর।। ধীরগতির তল্লাশি প্রক্রিয়ার জেরে জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হওয়ায় ফের রাস্তা অবরোধে নামলেন লরি চালকরা। রবিবার সকাল থেকে সেলটেক্স সংলগ্ন এলাকায় নিজেদের লরি এলোপাতাড়ি রেখে তারা অবরোধ শুরু করেন।

চালকদের অভিযোগ, প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তল্লাশির জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। অনেক সময় ছয় থেকে সাত দিন পর্যন্ত একই জায়গায় আটকে থাকতে হয়। ত্রিপুরা থেকে নিয়মিত গাঁজা পাচারের অভিযোগে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ প্রতিটি লরি তল্লাশি করছে। এর ফলে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে এবং চালকদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

তারা জানান, কয়েকদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে স্নান, পানীয় জল ও শৌচাগারের মতো মৌলিক সুবিধারও তীব্র অভাব দেখা দিচ্ছে। এতে তাদের দুর্দশা আরও বাড়ছে। পুলিশের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দেবেন্দ্রচন্দ্র নগর ডাম্পিং স্টেশনে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। দেবেন্দ্রচন্দ্র নগর (ডি.সি. নগর) ডাম্পিং স্টেশনে আবারও ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গতকাল রাত থেকে আবর্জনার বিশাল স্তূপে আগুন লাগে, যা রবিবার বিকেল পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। ঘন ধোঁয়ায় ডাম্পিং স্টেশন সংলগ্ন গোটা এলাকাই প্রভাবিত হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন গতকাল থেকে লাগাতার আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালেও এখনো পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। আগুনের তীব্রতার কারণে দমকলকর্মীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আগুন কীভাবে লাগল, কিংবা কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে লাগিয়ে দিল কি নাএ সম্পর্কে এখনো

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বৈদ্যুতিক গ্রিফ গায়েব, আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া শহরে ঘটেছে এক অদ্ভুত ও উদ্বেগজনক চুরির ঘটনা। বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে গ্রিফ বা প্লাগ খুলে নিয়ে চুরি করায় শনিবার দিনভর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রথমে সাধারণ প্রযুক্তিগত ত্রুটি মনে হলেও পরে তদন্তে দেখা যায়শহরের একাধিক খুঁটি থেকে গ্রিফ গায়েব।

বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই গ্রিফগুলোর ভেতরে থাকা পিতলের অংশ চুরি করতেই মূলত এই অপকর্ম। চিনেমাটির তৈরি বৈদ্যুতিক গ্রিফে থাকা পিতল বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছিল বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান।

রবিবার সকালে দশমিঘাট রাজনগর এলাকায় স্থানীয়রা পরিতোষ দেবনাথ নামে বিশালগড়ের এক যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাকে আটক করে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায় ও বিদ্যুৎ দপ্তরে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৮ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২১ অগ্রহায়ণ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিজয়ের মাসে হিন্দু দম্পতি খুন

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত রহিয়াছে। তাহাতে রীতিমত উদ্বিগ্ন প্রতিবেশী দেশের মানুষ। বর্তমান সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্যাতন বাড়িতে শুরু করিয়াছে। ৬ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশের রংপুর জেলায় নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক দম্পতিকে। এই ঘটনায় বাংলাদেশের উদ্বেগ ও উৎকন্টা বাড়িয়াছে

। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল বাংলদেশ। এই আবহে ডিসেম্বরকে বিজয়ের মাস হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই দেশে। যদিও হাসিনার বিদায়ের পর থেকে ক্রমেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে বাংলাদেশে। এহেন পরিস্থিতিতে রংপুরে খুন মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করা হিন্দু দম্পতি। রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের উত্তর রহিমাপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা যোগেশ চন্দ্র রায় ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়কে খুন করা হইয়াছে। নিহত যোগেশবাবুর বয়স ৭৫ বছর, নিহত সুবর্ণাদেবীর বয়স ৬০ বছর।শনিবার গভীর রাতে নিজেদের বাড়িতেই খুন হন যোগেশ চন্দ্র রায় ও তাঁর স্ত্রী সুবর্ণা রায়। পরে সকালবেলা স্থানীয়রা জানতে পারেন খুনের বিষয়। স্থানীয়রা ঢুকে দেখেন, ডাইনিং রুমে পড়ে যোগেশ চন্দ্র রায়ের রক্তাক্ত লাশ এবং রান্নাঘরে সুর্বণা রায়ের মৃতদেহ। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। যোগেশ চন্দ্র রায় পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২০১৭ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ছেলে শোভেন চন্দ্র রায় জয়পুরহাটে চাকরি করেন এবং ছোট ছেলে রাজেশ খান্না চন্দ্র রায় ঢাকায় পুলিশে কর্মরত।এদিকে গতকাল ৬ ডিসেম্বরের দিনেই ১৯৭১ সালে ভারত স্বীকৃতি দিয়াছিল বাংলাদেশকে। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ এর ৪ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার আর্জি জানাইয়াছিলেন। সেই মতো ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়াছিল ভারত। ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঢাকা সফর করিয়াছিলেন। সেই সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর দেওয়া যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়, ৬ ডিসেম্বর মৈত্রী দিবস হিসেবে পালন করবে দুই দেশ। সেই থেকে দিনটি মৈত্রী দিবস হিসেবে পালিত হইয়া আসিতেছে। ২০২১ সাল থেকে ঢাকা ও দিল্লি ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ ও ভারতের দূতাবাস যৌথভাবে মৈত্রী দিবস পালন করিয়াছে। তবে ইউনুসের জমানায় সেই সবের বালাই নেই। বিগত কয়েক বছরের মতো এবার ৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকার ৬ ডিসেম্বর দিনটি মৈত্রী দিবস হিসেবে পালন করেনি। আর সেই মৈত্রী দিবসের রাতেই বাংলাদেশে নিজের বাড়িতে খুন মুক্তিযোদ্ধা দম্পতি। এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছেন। অনেকে দেশ ছাড়িয়ে চলিয়া যাইবার পরিকল্পনা করিলেও বিকল্প পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের এই উদ্বেগে উদ্বিগ্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনরাও।

ভারত বিভাজনের সময় জম্মুতে যেভাবে মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল

ওয়াকার মুস্তফা

এই সময় ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত কাশ্মীর উপত্যকার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জম্মু প্রদেশের পরিস্থিতি কিন্তু একেবারে আলাদা ছিল। জম্মুর রাজনৈতিক কর্মী এবং দৈনিক কাশ্মীর টাইমসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক বেদ ভাসিনের বয়স সেই সময় ছিল ১৮ বছর। ২০১৫ সালে প্রয়াত মি. ভাসিনের লেখা থেকে সেই সময়কালের জম্মুর একটা চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে "বিভাজনের অভিজ্ঞতা: জম্মু ১৯৪৭" শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে মি. ভাসিন উল্লেখ করেন, 'মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা (ভারত বিভাজনের) ঘোষণার পরপরই জম্মুতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে'। 'পুঞ্চে, মহারাজা হরি সিংয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং কর আরোপের কয়েকটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক ধরনের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের নির্মম বল প্রয়োগ মানুষের আবেগকে উস্কে দেয় এবং এই আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক থেকে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়'। বেদ ভাসিন তার গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, 'মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন শুধু মুসলিমদের আত্মসমর্পণ করতেই বলেনি, ডোগরা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্য এবং মুসলিম পুলিশ অফিসারদেরও ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল যাদের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের (প্রশাসনের) সন্দেহ ছিল'। মি. ভাসিন ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে জম্মুতে তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞকে ন্যায্য প্রমাণ করতে মুসলিমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, তারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছে'। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বিসনা, আরএসপুরা, আখনুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাকিস্তানের শিয়ালকোট অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। এদিকে, প্রতিবেশী পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সীমান্ত এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। 'উধমপুর জেলায়, বিশেষত উধমপুর, চেনানি, রামনগর এবং রিয়াসি অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের হত্যা করা হয়। এমনকি ভাদেরওয়াহতে (উধমপুর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) বহু মুসলিম ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিলেন'। মি. ভাসিনের মতে এই হত্যাকাণ্ডে আরএসএস (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)-এর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের সাহায্য করেছিল সশস্ত্র শিখ শরণার্থীরা, 'যারা হাতে তলোয়ার নিয়ে জম্মুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল'। উধমপুর ও ভাদেরওয়াহর দাঙ্গার নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগ দেয় এবং কেউ আবার মন্ত্রী হয়।

ছাম্ব, দেবা বাটালা, মানুসার এবং আখনুরের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের হত্যার খবর পাওয়া গিয়েছিল যাদের অনেকেই জম্মুর বিভিন্ন অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কাঠুয়া জেলায় মুসলিমদের গণহত্যা এবং নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়।

প্রশাসনের মনোভাব সম্পর্কে মি. ভাসিন বলেন, 'সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলার পরিবর্তে মহারাজার নেতৃত্বাধীন প্রশাসন সাম্প্রদায়িক গুন্ডাদের সাহায্য করেছে এবং তাদের অস্ত্র দিয়েছে'। তিনি আরো জানিয়েছেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার বাইরে বসবাসরত বহু মুসলিম ব্যক্তিকে দাঙ্গাকারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। শহরে সরকারিভাবে কারফিউ জারি করা সত্ত্বেও অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অবাধে গাড়িতে চলাচল করছিল দাঙ্গায় সামিল এই লোকজন। বেদ ভাসিন উল্লেখ করেছেন, 'মুসলিমদের চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্যই এই কারফিউ জারি করা হয়েছিল'। এরপর তালাব খাতিকান এলাকায় মুসলিমদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় এবং শেষপর্যন্ত নির্বিচারে হত্যার ওই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। তাদের প্রথমে তাদের যোগী গেট পুলিশ লাইনে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে এখন দিল্লি পাবলিক স্কুল রয়েছে। নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে প্রশাসনের তরফে বলা হয়, তারা যেন নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানে চলে যান। প্রথম ব্যাচে প্রায় ৬০টা লরিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে বোঝাই করা হয় শিয়ালকোটে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কী হতে চলেছে তা না জেনেই ওই পরিবারগুলো গাড়িতে উঠে বসে। বেদ ভাসিনের কথায়, 'ওই গাড়িগুলো সেনার নজরদারিতে ছিল। কিন্তু শহরের উপকণ্ঠে জম্মু শিয়ালকোট রোডের চাট্টায় পৌঁছানোর পর বিপুল সংখ্যক আরএসএস-এর লোক এবং শিখ উদ্বাস্তুরা ওই গাড়িগুলোকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। গাড়িতে সওয়ার ব্যক্তিদের থেকে টেনে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়'। এই সময় সৈন্যরা হয় হত্যাকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল বা দর্শকের ভূমিকায় ছিল। গণহারে হত্যার খবর গোপন রাখা হয়। একইভাবে পরেরদিন অন্যান্য পরিবারগুলোও আরো একটা গাড়িতে সওয়ার হয়। তাদেরও একই পরিণতি হয়েছিল। যারা কোনোরকমে হত্যাকারীদের হাত থেকে বেঁচে যান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিয়ালকোটে পৌঁছে নিজেদের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনান। এই হত্যাকাণ্ডে নিজেদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করে প্রশাসন। এমনকি জম্মুর জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনার বিষয়েও অস্বীকার করে। তবে এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন মি. ভাসিন। তৎকালীন প্রশাসনের এক কর্মকর্তা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভদ্র হওয়া সত্ত্বেও এর পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়ে তিনি আমাকে সতর্ক করেন'। 'তিনি আমাকে প্রথমে বলেন, আমি তোমাকে অপকর্মের জন্য জেলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি আমার মতো ক্ষত্রিয় এবং এখানে আমার আত্মীয় রয়েছে, তাই আমি শুধু তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। এখন শান্তি কমিটি গঠন করে শান্তির প্রতিষ্ঠার কাজ করার সময় নয়'। 'হিন্দু ও শিখদের এখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের হাত থেকে রক্ষা করার সময়, যারা তাদের হত্যা ও পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার পরিকল্পনা করছে। আমরা ইতিমধ্যে এক হিন্দু-শিখ ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছি। এই কমিটিকে সমর্থন করাই তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের পক্ষে ভালো'। ওই কর্মকর্তা মি. ভাসিন এবং তার সঙ্গীদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলেন। মি. ভাসিন উল্লেখ করেছেন, ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা রেহারি এলাকায় হিন্দু ও শিখ ছেলেদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা প্রশিক্ষণে যোগ দিলে ভালো হবে'। 'আমি আমার এক সঙ্গীকে প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে জানায় ওই শিবিরে আরএসএস -এর যুবা সদস্য এবং অন্যরা ৩০৩ রাইফেল ব্যবহারের জন্য সৈন্যদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে'। এই হত্যাকাণ্ডে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা নেই, তবে অনুমান করা হয় এই সংখ্যা ২০ হাজার থেকে দুই লাখ ৩৭ হাজার। এই সময়ে, প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের কিছু অংশে চলে যান। জম্মুতে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে বদল দেখা দেয়। মি. ভাসিন বলেছেন, 'আমার একটা ঘটনা মনে আছে। মেহেরচাঁদ মহাজন (রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী), যিনি জম্মুতে পৌঁছনোর পর প্রাসাদে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হিন্দুদের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন- এখন যেহেতু ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে, তাদের উচিত সমতা দাবি করা'। 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে জনসংখ্যার অনুপাতে এত বৈষম্য রয়েছে, তারা কীভাবে সমতার দাবি করতে পারে? নিচে রামনগর রাখ (জঙ্গল) এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি (মেহেরচাঁদ) বলেছিলেন- জনসংখ্যাগত গঠনও পরিবর্তন হতে পারে'। ভারতীয় সাংবাদিক সাঈদ নাকভি তার বই 'বিয়িং আদার: মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া'তে লিখেছেন, '১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, জম্মু প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যা ১ দশমিক ২ মিলিয়নেরও (১২ লাখ) বেশি ছিল এবং ওই প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল দুই মিলিয়ন (২০ লাখ)'। 'জম্মু জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ দশমিক ৫ লাখ যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১ দশমিক ৭ লাখ। রাজধানী জম্মুর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার যার মধ্যে মুসলিম ১৬ হাজার'।

কাশ্মীর টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা জামওয়াল বলেন, জম্মু প্রদেশের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে দেশভাগের জনতাত্ত্বিক গঠন পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের গণহত্যার কারণে জম্মু জেলার অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে শুধু হিন্দু বা শিখ জনগোষ্ঠীই রয়ে গিয়েছিল।

শুধু জম্মু জেলাতেই (যা জম্মু প্রদেশের একটা প্রধান অংশ) মুসলিম জনসংখ্যা ছিল এক লাখ ৫৮ হাজার ৬৩০। এদিকে ১৯৪১ সালে মোট জনসংখ্যা, অর্থাৎ চার লাখ ২৮ হাজার ৭১৯-এর ৩৭ শতাংশ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়। ১৯৬১ সালে মোট জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ১৬ হাজার ৯৩২-এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৬৯৩ জন, অর্থাৎ মাত্র ১০ শতাংশ।

"ক্যালকাটা স্টেটসম্যান"-এর সম্পাদক ইয়ান স্টিফেন্স তার বই "পাকিস্তান"-এ লিখেছেন যে 'আগস্ট থেকে ১১ সপ্তাহ ধরে পূর্ব পাঞ্জাব, পাতিয়ালা এবং কাপুরথালায় শুরু হওয়া পদ্ধতিগত নৃশংসতা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল'। 'প্রায় দুই লাখ মানুষ নিখোঁজ হন যাদের সম্ভবত হত্যা করা হয়েছিল, মহামারী বা কঠোর আবহাওয়ার কারণে মারা যান। বাকিরা অসহায় অবস্থায় পশ্চিম পাঞ্জাবে পালিয়ে যান'। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯৫১ সালের ছয়ই মার্চ অনুষ্ঠিত ৫৩৪ নম্বর সভায় উল্লেখ করা হয়েছে- 'ভারতের দেশভাগের সঙ্গে সমসাময়িক ভয়াবহ গণহত্যার পরপর মহারাজা এক ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন যার মাধ্যমে (টাইমস অফ লন্ডনের বিশেষ সংবাদদাতার ১৯৪৮ সালের দশই অক্টোবর প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে) তার নেতৃত্বে অবশিষ্ট ডোগরা অঞ্চলে ডোগরা বাহিনী, হিন্দু ও শিখদের সাহায্যে পরিকল্পিতভাবে দুই লাখ ৩৭ হাজার মুসলিমকে হয় নির্মূল কর হয় বা তাদের সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়'। ওই একই প্রতিবেদনে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাঠানদের আক্রমণের পাঁচ দিন আগে এবং মহারাজার ভারতে অন্তর্ভুক্তির নয় দিন আগে এই ঘটনাগুলো ঘটে। হোরেস আলেকজান্ডার ১৯৪৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি "দ্য স্পেক্টেটর"-এ উল্লেখ করেছিলেন জম্মুতে নিহত মুসলিমদের সংখ্যা দুই লাখ। বেদ ভাসিনের মতে, জম্মু শহরে তালাব খাতিকান এবং কনক মান্ডির মতো অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যা ছিল, অন্যদিকে বেশিরভাগই হিন্দুরা থাকতেন। মহারাজার সেনাবাহিনী হিন্দুদের বাড়ির ভেতরে অবস্থান নিয়েছিল এবং সেখান থেকেই তারা মুসলিম বাসিন্দাদের ওপর গুলি চালায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, আরএসএস লোকেরা এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিরা শিশু এবং নারীদেরও রেহাই দেয়নি। নারীদের ধর্ষণ করা হয় এবং শিশু ও পুরুষদের হত্যা করা হয়। তবে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিভাজন ছিল। মুসলিমদের একটা অংশ মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল এবং তাই তারা সুরক্ষিত ছিল। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন দরিদ্র মুসলমানরা।

১৯৪৭ সালের ২৪শে অক্টোবর করাচীর সংবাদপত্র "ডেলি গেজেট"-এর সংখ্যায় কাশ্মীর টাইমসের হিন্দু সম্পাদক জি কে রেড্ডি বলেছিলেন, 'নিরস্ত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ডোগরায় যে সহিংসতার উন্মাদ নগ্ন নৃত্য চলেছে তা যে কোনো মানুষকে বিব্রত করবে। আমি দেখেছি কীভাবে নৃশংসতা চালানো এই লোকগুলো এবং সৈন্যদের সশস্ত্র দল পাকিস্তানের উদ্দেশে রওনা হওয়া অসহায় মুসলিম শরণার্থীদের গুলি করেছে এবং তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলেছে...'। 'জম্মুর যে হোটেল রুমে আমাকে আটক করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমি এক রাতে ২৬টা গ্রাম পুড়িয়ে ফেলার কথা শুনেছি এবং আশেপাশের শরণার্থী শিবির থেকে সারা রাত ধরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিল'। ব্রিটিশ কূটনীতিক সিবি ডিউকও একই কথা বলেছেন যিনি অক্টোবর মাসে ওই অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জম্মুর পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সাঈদ নাকভি তার সংকলিত লেখার ৯০ তম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করেছেন, 'জম্মুর হিন্দু, শিখ এবং বাইরে থেকে আসা লোকেরা মুসলমানদের হত্যা করেছিল। সেখানে যা ঘটছে তার জন্য দায়ী কাশ্মীরের মহারাজা'।

মি. ভাসিনের মতে, জম্মুতে যে সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে তা একতরফা ছিল না। এই অঞ্চলের কিছু অংশে, বিশেষত রাজৌরি, মিরপুর এবং বর্তমানে পাকিস্তান শাসিত অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও শিখকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু এটাও বাস্তব যে আরএসএস-এর দ্বারা মুসলমানদের গণহত্যার নেপথ্যে সেখানকার প্রশাসনের স্পষ্ট সমর্থন ছিল।। আমস্টার্ডাম ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল হিস্ট্রির ফেলো ইদ্রিস কান্ট ১৯৪০-এর দশকের কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, ডোগরা সরকার এই ঘটনার নথি নষ্ট করে দেশভাগের সময়কার এই ভয়াবহ গণহত্যাকে চাপা সমন্বিত চেষ্টা চালিয়েছিল।

"দ্য হিস্টোরিক্যাল রিয়েলিটি অফ দ্য কাশ্মীর ডিসপিউট" বইয়ের লেখক পিজি রসুলের মতে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও কাশ্মীরি নেতা শেখ আবদুল্লাহ যখন জম্মুতে মুসলিমদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন তখন তাদের এই "মর্মান্তিক ঘটনা" সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তখন তারা নীরব ছিলেন। মি. রসুল বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তারা ভেবেছিলেন কাশ্মীর হারালেও জম্মু তাদের হাতে থাকা উচিত এবং এর একমাত্র উপায় হলো সেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা'।

বেদ ভাসিনের মতে মহারাজার ভীষ্মের সফরের পরে, পুঞ্চের কিছু অঞ্চলে যেমন পালান্দারি, বাগ এবং সুধৌতিতে গণহত্যা চালানো হয়য়। এরপরই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়া সৈন্যরা মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সদ্য স্বাধীন দুই দেশ- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধসহ বেশ কয়েকটা ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। এইভাবে কাশ্মীর নিয়ে সংঘাতেরও সূত্রপাত হয়। জম্মু হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পরে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে খাইবার পাখতুনখোয়া) থেকে উপজাতি মিলিশিয়ারা কাশ্মীর আক্রমণ করে। জম্মুর অনেক মুসলিম পারিবারিক সম্পর্ক ছিল কাশ্মীরের সঙ্গে। উপজাতি বাহিনী কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডোগরা সেনাবাহিনী জম্মুর দিকে পালিয়ে যায়। হরি সিং দিল্লির সঙ্গে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশন স্বাক্ষর করেন। এরপর ওই উপজাতি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দিল্লি থেকে সেনা পাঠানো হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা এই লড়াই শেষ পর্যন্ত প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে পরিচালিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লি এবং ইসলামাবাদ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। সেই সময় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দুই দেশের মধ্যে বিভক্ত ছিল। তবে দুই দিকের কাশ্মীরিরাই ছয়ই নভেম্বর এই হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করেন।

প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিকাজে সফল মনোজ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর: প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম এবং পরিকল্পনার নিখুঁত সমন্বয় থাকলে যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন কল্যাণপুর ব্লকের রূপরাই এলাকার যুব কৃষক মনোজ দেববর্মা। জনজাতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের দেওয়া পাট্টা জমি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারহীন পড়ে থাকার অভিযোগ থাকলেও, ৩৫ বছর বয়সি মনোজ দেখিয়েছেন কীভাবে সঠিক উদ্যোগ ও দিকনির্দেশ থাকলে সেই জমি পরিণত হতে পারে আয়ের স্থায়ী উৎসে।

গত বছরের জুলাই মাস থেকে রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা ভলানটারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা (ভ্যাট)-এর সহায়তা ও নজরদারিতে রূপরাই এলাকায় শুরু হয় কৃষি পুনরুজ্জীবন কর্মসূচি। নাবার্ডের সহায়তায় জনজাতি পরিবারগুলিকে আর্থ—সামাজিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভ্যাট নানা প্রকল্প রূপায়ণ করছে। তারই অংশ হিসেবে মনোজ দেববর্মা প্রায় ৭ কানি পাট্টা জমিকে কৃষির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেন।পরিত্যক্ত জঙ্গলভূমির মতো দেখতে এই জমিতে প্রথমে মাটির মান উন্নয়ন ও জমির পরিস্কার—পরিচর্যা শুরু হয়। এরপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সাজানো হয় আম, লেবু ও সাজনা গাছের বাগান।

শুধু ফলচাষেই সীমাবদ্ধ না থেকে মনোজ নেন মিশ্র চাষের পরিকল্পনাযা আজ এলাকায় আলোচনা কুড়িয়েছে। তার জমির বিভিন্ন প্লটে এখন চাষ হচ্ছে মরিচ, মুখি, বেগুন, মিষ্টিকুমড়ো, অরল, মিলেট, ধনেপাতা, আদা, করলা সহ নানান প্রকারের ফসল।প্রতিবেদকের সাথে আলাপচারিতায় মনোজ জানান, "ভ্যাটের অনুপ্রেরণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা না পেলে এই জমিকে এভাবে কাজে লাগাতে পারতাম না।

বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা জমি ধীরে ধীরে এখন উর্বর চাষযোগ্য জমিতে পরিণত হচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ের ফলনই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং আগামী বছর আরও বিস্তৃতভাবে কৃষিকাজ করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। স্থানীয় কৃষি সহায়তা দলও মনোজের এই সফলতাকে পাট্টা জমি ব্যবহারের এক মডেল হিসেবে দেখছে। ভ্যাটের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, মনোজের দৃষ্টান্ত আরও বহু জনজাতি পরিবারকে কৃষিমুখী হতে উৎসাহিত করবে। সরকারি উদ্যোগ, সংস্থার সহায়তা এবং এক যুবকের অদম্য পরিশ্রমএই ত্রিমুখী সমন্বয়ে রূপরাই অঞ্চলে যে কৃষি—বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে এলাকার আয়ের পথ সুগম করবে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যা, ক্ষতিগ্রস্ত ১৪ লাখ মানুষ

বিশেষ প্রতিবেদন।। ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানির সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। মঙ্গলবার এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির উদ্ধারকর্মীরা এখনও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছাতে লড়াই করছেন। মালাক্কা প্রণালীতে সৃষ্ট বিরল এক ঘূর্ণিঝড় গত সপ্তাহে দেশটির তিনটি প্রদেশে আঘাত হানে, যা প্রায় ১৪ লাখ মানুষের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে বলে জানিয়েছে সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক সংস্থা। আরও অন্তত ৫০০ মানুষ নিখোঁজ আছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। এশিয়ার যেসব জায়গায় এবার প্রবল বর্ষণ ও ঝড় আঘাত করেছে ইন্দোনেশিয়া তার একটি। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কাতেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার আচেহ, উত্তর সুমাত্রা ও পশ্চিম সুমাত্রায় ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এখনো এসব এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং জরুরি সরবরাহ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। আচেহ প্রদেশের একজন অধিবাসী বলেছেন, বন্যার জল অনেকটা সুনামির মতো মনে হয়েছে। আমার দাদির মতে এটা তার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভয়াবহ, আমালিয়া বলছিলেন। রাস্তাঘাট কাঁদা ও আবর্জনায় বন্ধ হয়ে থাকায় ত্রাণকর্মীরা পায়ে হেঁটে ও মোটরসাইকেলে করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। পশ্চিম সুমাত্রায় টুইন ব্রিজ ল্যান্ডমার্কে খননযন্ত্র দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা দেখছিলেন মারিয়ানা নামে একজন। তার আশা যে তিনি তার পনের বছর বয়সি ছেলেসহ পরিবারের নিখোঁজ সদস্যদের খুঁজে পাবেন। "খননযন্ত্র দেখছি আর ভাবছি ওরা যখন আমার ছেলেকে খুঁজে পাবে তখন সে কেমন অবস্থায় থাকব। সে কি অক্ষত থাকবে? আমার মা... আমার দেবর... সম্ভবত তাদের চেহারাটাও বোঝার মতো উপায় থাকবে না"। বহু মানুষ এখনো খাদ্য সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছে। অনেকেই বলেছেন তারা দু'তিনদিন ধরে কিছু খাননি। উত্তর সুমাত্রার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর একটি হলো মধ্য তাপানুলি। সেখানকার অধিবাসী মায়াসানতি বিবিসিকে বলেছেন যে তার এলাকায় ত্রাণকর্মীদের পৌঁছাতে বেগ পেতে হচ্ছে। সবকিছু শেষ। খাবার শেষ হওয়ার পথে, বলছিলেন তিনি। "এমনকি ইনস্ট্যান্ট নুডুলস নিয়ে মারামারি হচ্ছে। আমাদের খাদ্য ও চাল দরকার। আমাদের দিকে আসার পথ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন"। তিনি বলেন ইন্টারনেট ও বিশুদ্ধ পানির মতো প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে তাকে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়েছে। মধ্য আচেহ এলাকায় কর্তৃপক্ষ স্টারলিংক ডিভাইস দিয়েছে। সেখানে মানুষের লম্বা সাড়ি দেখা গেছে। তারা তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন বা মোবাইল ফোনে চার্জ দিচ্ছিলেন। পাঁচদিন ধরে সিগন্যাল নেই। নেটওয়ার্কের জন্য গতকাল থেকে অপেক্ষা করছি। আমার মাকে ফোন দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পারিনি, বলছিলেন আরেকজন অধিবাসী মার। উদ্ধার তৎপরতা বাড়ছে কিন্তু একই সঙ্গে সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে অসন্তোষও বাড়ছে। সমালোচকরা বলছেন, বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতিকে দুর্বল ছিল। খাদ্য সাহায্য বিতরণে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিও সামনে আসছে। সোমবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর সুমাত্রা পরিদর্শন করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে কিছু সড়ক এখনো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। তবে সংকট কাটিয়ে উঠতে সবকিছু করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। আমরা দৃঢ়তা ও সংহতি নিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলা করছি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে জাতি হিসেবে আমরা এখন শক্তিশালী, বলেছেন তিনি। পুরো দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াজুড়ে গত সপ্তাহের বন্যা ও ভূমিধ্বসে ১১০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় মারা গেছে ৩৫৫ জন। অন্যদিকে থাইল্যান্ডে মৃতের সংখ্যা ১৭৬ ছাড়িয়েছে। তবে এই বন্যার জন্য আবহাওয়ার একক কোনো বিষয় দায়ী নয়। বরং বলা হচ্ছে, আবহাওয়াজনিত বিভিন্ন কারণ এই বন্যার জন্য দায়ী।

সংবাদ মাধ্যম বলছে, একটি কারণ হলো উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু। এটি সাধারণত নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব ফেলে। এর জের ধরে উত্তর পূর্ব দিকে বাতাস বয়ে আসে যা সমুদ্র থেকে আর্দতা শুষে নেয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হয়। শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়ার কারণে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। তবে ঝড়টি দুর্বল হয়ে গেছে। ফলে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। মালয় উপত্যকায় সুমাত্রা ও থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার একই ধরনের প্রভাব ফেলেছে। প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি বিরল ধরনের ঝড়। ওই এলাকায় এভাবে সাধারণত ঘূর্ণিঝড় ছ তৈরি হয় না। ভিয়েতনামেও গত কয়েক সপ্তাহে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। টাইফুন কোটোর শেষাংশ বে ভিয়েতনাম উপকূলের দিকে আসতে থাকা আর বর্ষণ ও অতিরিক্ত বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্ভবত জলবায়ু মা পরিবর্তনের প্রভাব এসব ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। যদিও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন থেকে আরও ঝড় বা দুপু ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা করা হচ্ছে না। তারপরেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে এমন ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলা পশ্চিম থানার উদ্যোগে চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক: নতুন যুগের তিনটি স্ট্র্যাটেজিক করিডরের উদ্বোধন

নয়া দিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : পশ্চিমি বিশ্ব যখন নয়া দিল্লি এবং মস্কোকে তাদের সম্পর্ক নিয়ে উপদেশ দিচ্ছে, তখন ভারত এবং রাশিয়া নিজেদের ভবিষ্যত সই ও ইস্পাত দিয়ে অংকিত করে ফেলেছে। ৪ ও ৫ ডিসেম্বর ভারত সফরে আসেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করে তারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক করিডর চালু করেন, যা ভারতীয় কারখানা এবং রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে ১৬,০০০ কিলোমিটার এবং ৪০ দিনের পথ কমিয়ে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট পুতিন আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডর, চেন্নাই-ভ্লাদিভস্তক সামুদ্রিক করিডর এবং উত্তর মেরু রুটকে আরও দ্রুততর করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।

ভারতীয় বন্দরের (মুম্বাই বা নিহাভা শেভা) থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছানোর পথ ৭,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ, যা বর্তমানে সুয়েজ এবং লোহিত সাগরের মাধ্যমে পৌঁছানোর সময়ের প্রায় অর্ধেক। এই রুটটি খুবই সহজ, ভারতীয় জাহাজ ইরানের বন্দার আব্বাস বা চাবাহার বন্দরে ভিড়ে, তারপর মালপত্র রেল বা সড়ক পথে ইরান দিয়ে চলে যায়, কাস্পিয়ান সাগর পার করে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং বেলারুশে পৌঁছায়। ১৩টি দেশ এই করিডরের সাথে যুক্ত হয়েছে, এবং ইরানে রাস্ট ও আসতারার মধ্যে রেল লিঙ্ক নির্মাণাধীন। ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রথম পূর্ণ-পূর্ব-হাতের কার্গো এই করিডরের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ায় পৌঁছেছে। ৮ নভেম্বর, মস্কোর উত্তরে একটি কার্গো ট্রেন ইরান পৌঁছায়, যা কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তান পেরিয়ে ইরানে ১২ দিনে পৌঁছায়। চেন্নাই-ভ্লাদিভস্তক সামুদ্রিক করিডর, যার দৈর্ঘ্য ১০,৩৭০ কিলোমিটার, প্রস্তাবিত হয়েছিল ২০১৯ সালে, কিন্তু ২০২৫ সালের ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে এটি নতুনভাবে চালু হয়। এই রুট ভারতকে রাশিয়ার সাখা প্রজাতন্ত্র, রত্ন, কাঠ ও এলএনজি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরাসরি অ্যাক্সেস প্রদান করবে। রাশিয়ার জন্য এটি ভারতের ১.৪ বিলিয়ন ভোক্তার বাজারে প্রবেশের সুযোগ।

উত্তর মেরু রুট হলো রাশিয়ার উত্তর উপকূলে একটি আর্কটিক শর্টকাট, যা স্যুয়েজ রুটের চেয়ে ৪০ শতাংশ ছোট এবং এটি ভারতের জন্য রাশিয়ার আর্কটিক এলএনজি, তেল ও খনিজের সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস প্রদান করবে।

ভারত এক নতুন যুগে : প্রধানমন্ত্রী মোদির বক্তব্যে বৈশ্বিক অগ্রগতির দিশা

নয়া দিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : নয়া দিল্লিতে একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংস্থার নেতৃত্ব শীর্ষ সম্মেলনে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ভারত বিশ্ব অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে উদিত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অতিথিদের পূর্ববর্তী সফরে কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন এবং সেগুলি বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, বিশেষত একটি ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, সামিটের থিম ''ট্রান্সফর্মিং টুমরো'' ভারতের বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ সময় প্রধানমন্ত্রী ড. বি.আর. আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

ভারতের সাম্প্রতিক জিডিপি বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ৮ এরও বেশি বৃদ্ধির হার প্রমাণ করছে যে বৈশ্বিক বৃদ্ধির হার কমলেও ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত এখন ''উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং কম মুদ্রাস্ফীতির মডেল'' হিসেবে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, যা আগে অর্থনীতিবিদদের উদ্বেগের কারণ ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারতের অগ্রগতি প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সমাধান খোঁজার ক্ষমতার মাধ্যমে হচ্ছে, যা দেশটির বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে গঠন করছে। তিনি সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, যে অঞ্চল এবং গোষ্ঠী গুলি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল, যেমন পূর্ব ভারত, উত্তর-পূর্ব, ছোট শহর, নারী, যুবক এবং মহাকাশ খাত, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার কাজ করছে। মহাকাশ শিল্পে সংস্কারের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, সম্প্রতি স্কাইরুটের নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধন এবং রকেট উন্নয়নে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৫ সাল নীতি পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর, যার মধ্যে রয়েছে নতুন জিএসটি কাঠামো এবং ১২ লাখ পর্যন্ত আয়ে শূন্য করের নতুন প্রত্যক্ষ কর কাঠামো। এছাড়াও, ছোট কোম্পানির পুনঃসংজ্ঞায়ন যা হাজার হাজার ব্যবসায়ীর জন্য নিয়ম মেনে চলা সহজ করবে।

এক বড় অংশ তার বক্তৃতা ছিল ভারতকে 'ঔপনিবেশিক মানসিকতা' থেকে মুক্ত করার উপর। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং এটি বিভিন্ন খাতে প্রভাব ফেলেছিল, যেমন নির্মাণ, শাসন, শিপ বিল্ডিং এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদন।

তিনি ''হিন্দু রেট অফ গ্রোথ'' শব্দটির সমালোচনা করেন, যা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে অনুৎপাদনশীল হিসেবে চিত্রিত করার এক উদাহরণ ছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বর্তমান প্রচেষ্টা এই খাতগুলো পুনরুজ্জীবিত করার এবং আমদানি নির্ভরতা কমানোর দিকে মনোযোগী। তিনি শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবেও সেল্ফ অ্যাটেস্টেশন, মাইনর অপরাধের ডি-ক্রিমিনালাইজেশন এবং মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ৩৭ লাখ কোটি টাকার গ্যারান্টি-মুক্ত ঋণের কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, সেমিকন্ডাক্টর খাতে ভারত যে সুযোগ হারিয়েছে, তার ফলে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে এবং বর্তমান নীতিমালা এই ধরনের ভুল এড়ানোর জন্য গৃহীত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে যেখানে সৌর শক্তির ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩ গিগাওয়াট, আজ তা প্রায় ১৩০ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। তিনি বারাণসী উদাহরণ দিয়ে বলেন, সেখানে ২৬,০০০ এরও বেশি পরিবার পিএম সূর্য ঘর মুফত বিদ্যুৎ যোজনার আওতায় রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের মোবাইল ফোন উৎপাদন খাতে পরিবর্তনও উল্লেখ করেন, যেখানে ২০১৪ সালে ৭৫ আমদানি ছিল, তা এখন প্রায় শূন্য।

তিনি বক্তব্যে আরও বলেন, ভারতের 'ট্রান্সফর্ম টুমরো' উদ্যোগ শুধুমাত্র সরকারি কর্মসূচি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি জাতীয় প্রতিশ্রুতি, যার জন্য প্রতিটি অংশগ্রহণকারী শ্রেণী সহযোগিতা করতে হবে। তিনি উপস্থিতদের এবং সামিটের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Pin-799001

F. NO. 705/Mech. Div./AMC/2025//127/ Dt.06/12/2025

NOTICE

This notice is published to draw the attention of all **Internet Service Providers (Jio, Airtel, Vodafone, Aircel etc.) and other local Cable Operators** in Agartala that Agartala Muncipal Corporation is going to remove all the poles which are not being used by Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) in the following stretches. This step is for the smooth progress of different development projects taken up in the city by different Department of Govt. of Tripura. **As such, all ISPs & Cable Operators are hereby instructed to remove thelr cables within 3 (three) days from the date of publication of this notice and make the poles free.**

1) TRTC to B. K Chowmuhani
2) B.K Chowmuhani to RMS Chowmuhani.
3) B. K Chowmuhani to Colonel Chowmuhani.
4) Post Office Chowmuhani to Netaji Chowmuhani.
5) Jackson Gate to Lions Gate.
6) Battala to Dashamighat Ghat.
7) Jackson Gate to Bank Chowmuhani.
8) Ganaraj Chowmuhani to Purbassa.
9) Math Chowmuhani to MBB College.
10) Bodhjung School to Power House

Failing which AMC will remove the cables and poles from the day 4 and will not be responsible for any damage of the cables and disruption in the services.

Sd/-Illegible
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the SDFO, Ambassa vide No.F.5- 12/SDFO/OR/Offence Report/ABS-2015/P-VII/15288-85 dated 05/11/2025, that while patrolling duty by Sri Biswadeep Das, Fr, I/C FPU, Ambassa along with his staffs has seized a vehicle bearing Registration No. TR02E-1949, Engine No.: GLD4163492, Chassis No. : MA1ZP2GLKS3M60159, Model: Bolero Maxi Truck Plus BS 3 from Dabbari area on 20/09/2025 at about 02:00 PM vide his OR No.19/FPU-2025-26/Ambassa, dated, 20-09-2025 for illegally carried Teak sawn timber over 0.579 cum without permission of authority & TP.

AND WHEREAS, Sri Biswadeep Das, Fr checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying 0.579 cum teak sawn timber. Then said vehicle bearing registration no. TR02E-1949 was seized by Sri Biswadeep Das, Fr under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub-section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at FPU Camp Complex, Ambassa.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR02E-1949 for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90/Vol-II/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR02E-1949 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle. If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my Seal and signature of this day on _ /__/__/__/2025.

ICA/ D 1489/25

[Ms. Sangita Aba Khatal, IFS] [Authorized Officer]
District Forest Officer, Dhalai, District Ambassa.

রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব ২০২৫
১০-২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
রাজর্ষি কলাক্ষেত্র, উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা

নাট্যসূচি

ক্রমিক নং	তারিখ	সূচি		
		প্রথম স্লট	দ্বিতীয় স্লট	তৃতীয় স্লট
১	১০ ডিসেম্বর, ২০২৫	কবিলা, পরিবেশনায় -কলাভূমি, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	-	-
২	১১ ডিসেম্বর, ২০২৫	অনুকূল অত পর, পরিবেশনায় - নাট্যভূমি, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬ টা – ৭.১০ ঘটিকা)	কু ত তু পরিবেশনায়- পটভূমি, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
৩	১২ ডিসেম্বর, ২০২৫	দ্য গ্রেট এসকেপ, পরিবেশনায় - সুরপঞ্চম, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬ টা – ৭.১০ ঘটিকা)	তিতাস পাড়ের কথা, পরিবেশনায়- নির্ঘোষ নিকুন, উনকোটি ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
৪	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫	আমসি আমড়া আমলকি আর, পরিবেশনায় - সমর্পণ, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৫টা – ৬.১০ ঘটিকা)	অতল সাগর পরিবেশনায় মঙ্গলদ্বীপ, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬.২৫মি. – ৭.৩৫ ঘটিকা)	রাজসিংহ পরিবেশনায় - লার্নার্স, উত্তর ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৮.০৫মি – ৯.১৫ ঘটিকা)
৫	১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫	বুমেরাং, পরিবেশনায় রাঙ্গামাটি, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৫টা – ৬.১০ ঘটিকা)	পার্বতীয়, পরিবেশনায় - বিস্কো, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬.২৫ মি – ৭.৩৫ ঘটিকা)	শান্তিপর্ব, পরিবেশনায় - শিল্পতীর্থ, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৮.০৫মি – ৯.১৫ ঘটিকা)
৬	১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫	অন্ধ গলি, পরিবেশনায় শুভম নাট্যচক্র, খোয়াই ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	ইমাংনি বোসারক, পরিবেশনায় - থকতাই, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
৭	১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫	আমরাও আছি, পরিবেশনায় - বিবর্তন, দক্ষিণ ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	রাঙামাটির পালা, পরিবেশনায় - লিটল ড্রামা অর্গানাইজেশন গোমতী ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
৮	১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫	ব্যাক সেন হান্ড্রেড (১০০), পরিবেশনায় - ক্লাসিক, উত্তর ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	শেষবেলা, পরিবেশনায় - মুহুরী নাট্য সংস্থা, দক্ষিণ ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
৯	১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫	বিষফল, পরিবেশনায় -ছন্দরূপ, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	আমি মালতি, পরিবেশনায় - উত্তর ফাল্গুনী, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
১০	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫	মৃত্যুঞ্জয়ী, পরিবেশনায় -নন্দন তৃষা, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	জীবন যেখানে, পরিবেশনায় - নাট্য সংসদ, খোয়াই ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
১১	২০ ডিসেম্বর, ২০২৫	কোন রূপে চাও বলো, পরিবেশনায় - নব ভারতীয়ম, খোয়াই ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	অলকা, পরিবেশনায় - ত্রিপুরা থিয়েটার, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-

ক্রমিক নং	তারিখ	সূচি		
		প্রথম স্লট	দ্বিতীয় স্লট	তৃতীয় স্লট
১২	২১ ডিসেম্বর, ২০২৫	হৃদয়ে তুমি, পরিবেশনায় - উত্তরণ নাট্যাঙ্গণ, খোয়াই ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৫টা – ৬.১০ ঘটিকা)	কোথায় যাব আমরা? পরিবেশনায় - মুক্ত প্রতিভা, গোমতী ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬.২৫ মি – ৭.৩৫ ঘটিকা)	সখী সাঁঝের চাঁদু, পরিবেশনায় একলব্য, উত্তর ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৮.০৫ মি – ৯.১৫ ঘটিকা)
১৩	২২ ডিসেম্বর, ২০২৫	রাংচাক নি খুম্পুই, পরিবেশনায় - নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটার, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	শোম্যান, পরিবেশনায় - ইচ্ছেডানা, উত্তর ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০ মি – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
১৪	২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫	নিশি অতিথি পরিবেশনায় - রংপীঠ, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬টা – ৭.১০ ঘটিকা)	অপূর্বা পরিবেশনায় - সায়ক, ধলাই ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৭.৪০মি. – ৮.৫০ ঘটিকা)	-
১৫	২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫	থুমনুকনি লামাও, পরিবেশনায় - তিয়াবি, পশ্চিম ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৫.৩০ মি – ৬.৩০ ঘটিকা)	বারো বড়শী পরিবেশনায় - নবজাগরণ, সিপাহীজলা ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৬.৪৫ মি – ৭.৪৫ ঘটিকা)	শিরুই লিলি, পরিবেশনায় - অভিমুখ, গোমতী ত্রিপুরা (সন্ধ্যা ৮.১৫মি – ৯.১৫ ঘটিকা)

এখানে উল্লেখ্য, প্রতিদিন আনুমানিক ৩০ মিনিট (দুটি নাটকের মধ্যবর্তী বিরতিতে) **নির্দেশকের সাথে আলাপনের** আয়োজন করা হবে।

ICA/D-1483/25

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

গয়ায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

পাটনা, ৭ ডিসেম্বর: উত্তর গয়ার আরপোরায় একটি রেস্তোরাঁ-ক্লাবের অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, 'আরপোরার অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। গয়া মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রমোদ সাওয়ান্ত জির সঙ্গে আমি পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছি। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সমস্ত সহায়তা প্রদান করছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০,০০০ টাকা এক্স-গ্রেটিয়া ঘোষণা করেছেন।

গয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এই ঘটনাকে রাজ্যের পর্যটন ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, ম্যানেজার এবং কিছু কর্মচারী ইতোমধ্যে আটক হয়েছেন, এবং ক্লাব মালিকদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

এক্স-এ পোস্ট করে সাওয়ান্ত বলেন, 'আরপোরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন এবং সেরা চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। আমি ঘটনার কারণ চিহ্নিত করতে এবং দায় নির্ধারণ করতে একটি ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছি।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং নিহতদের পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

এক্স-এ পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, 'উত্তর গয়ার অগ্নিকাণ্ডে বহু মূল্যবান প্রাণহানির ঘটনা গভীরভাবে দুঃখজনক। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার হৃদয় নিংড়ানো সমবেদনা। এই কঠিন সময়ে তারা শক্তি পাবেন এমনটি আশা করি। আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য আমি প্রার্থনা করি।'

অমিত শাহ এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আরপোরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা গভীরভাবে বেদনাদায়ক। স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকাজ এবং ত্রাণকার্য পরিচালনা করছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আরপোরায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।'

এমার্জেন্সি টিমগুলো রাতভর অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। কর্তৃপক্ষ এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এই অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ চিহ্নিত করার জন্য।

এদিকে, গয়া প্রশাসন এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং শিগগিরই তদন্তের ফলাফল জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রবিবার যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাঁচ নিয়ম: কাচার সময়ে খেয়াল রাখলে বছর বছর নতুনের মতো থাকবে জিন্স

আলমারিতে শাড়ি, সালোয়ারের পাশাপাশি অন্তত খান পাঁচেক জিন্সথাকেই। অনেকে জিন্স পরেই সবচেয়ে স্বস্তিতে থাকেন। অফিস, শপিং মল, প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া তো আছেই, এমনকি পারলে বিয়েবাড়িতেও জিন্স পরে চলে যান অনেকে। মহিলা, পুরুষ উভয়ের কাছেই জিনসের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। এত পছন্দের পোশাকের যত্নও নিতে হবে আলাদা করে। সঠিক যত্ন নিলে একটি জিন্স দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যায়। জিন্সের যত্ন নেওয়া সহজ নয়। কিছু উপায় মাথায় রাখলে বছরের পর বছর নতুনের মতো থাকবে জিন্স। ১) অনেক সময়ে কাচার ভুলে জিন্সের রং ফিকে হতে থাকে। তাই কাচার সময়ে জিন্স উল্টে নিন। সরাসরি সাবানের সংস্পর্শে এসে জিন্সের রং নষ্ট হয়ে যায়। উল্টে কাচলে সেটা আর হবে না। রোদেও শুকোতে দিন উল্টো করে।

২) জিন্স ভাল রাখতে কখনওই ওয়াশিং মেশিনে কাচবেন না। অনেকের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায়। ওয়াশিং মেশিনে কাচলে জিন্সের কাপড়ের সুতো নষ্ট হয়। তার চেয়ে ডিটারজেন্ট দিয়ে হাতেই জিন্স কেচে নিন। ৩) অনেক সময়ে জিন্সে দাগ লাগলে তা সহজে উঠতে চায় না। সে ক্ষেত্রে অনেকেই ব্রাশ দিয়ে জিন্সের দাগ লাগা অংশে ঘষেন। এতে জিন্স পাতলা হতে শুরু করে। তার চেয়ে দাগ তুলতে লেবুর রস আর বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। দাগ উঠে যাবে। ৪) জিন্সের ভাঁজ, কাপড় সব ভাল রাখতে কাচার পরেই তা ইস্ত্রি করে নিন। ইস্ত্রি না করে জিন্স পরলে ভাঁজ ভেঙে যেতে পারে। জিন্স দীর্ঘ দিন ভাল রাখতে ইস্ত্রি করে রাখা জরুরি। ৫) একই জিন্স বেশি দিন পরবেন না। দু'দিন পরা হলেই কেচে নিন। অনেকে ১৫-২০ দিন অন্তর জিন্স কাচেন। সেটা করবেন না। জিন্স পরলে পরের দিনই কেচে দিন।

পেটের মেদ নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছেন?

ওজন কমানো সহজ নয়। তবু শরীরচর্চা, কঠোর ডায়েট, আর নিয়ম মেনে খানিকটা হলেও ওজন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কিন্তু পেটের মেদ কমানো সবচেয়ে কঠিন। পেটে এক বার মেদ জমতে শুরু করলে সহজে তা কমানো যায় না। তাই পেটে যাতে বাড়তি মেদ জমতে না পারে তা নিয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। কিন্তু অনেক সময় সতর্ক থেকেও মধ্যপ্রদেশ বাড়তে থাকে।

ক্রমশ স্ফীত হতে থাকে পেটের মেদ। অনেকেই অবশ্য পেটের মেদ কমাতে ভরসা রাখেন যোগাসনে। কিন্তু তাতেও লাভ বিশেষ কিছু হয় না। মেদ ঝরাতে খাওয়াদাওয়ায় রাশ টানা জরুরি। বিশেষ করে পেটে মেদ জমলে বুঝেশুনে খাওয়া জরুরি। তবে কিছু খাবার আছে, যেগুলি খেলে পেটের মেদ দ্রুত ঝরবে।

ইয়োগার্ট

ইয়োগার্ট পেটের মেদ ঝরাতে বেশ কার্যকরী। এতে রয়েছে ক্যালশিয়াম, প্রোটিন, ফাইবারের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। ইয়োগার্ট হল প্রোবায়োটিক উপাদান। হজমের গোলমাল থেকে দূরে থাকতে ইয়োগার্ট সত্যিই সাহায্য করে। তবে ইয়োগার্ট শুধু খেতে হবে। চিনি মিশিয়ে খেলে কোনও লাভ হবে না।

ড্রাই ফ্রুটস

মাঝেমাঝেই খিদে পেয়ে যায়, এ দিকে পেটের মেদের কারণে ইচ্ছা থাকলেও সব খাবার খাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে ড্রাই ফ্রুটস কিন্তু বেশ উপকারী। কাজু, কিশমিশ, আখরোট, কাঠবাদাম খেতে পারেন। এতে মেদ জমার কোনও আশঙ্কা নেই। উপরন্তু বাড়তি মেদ ঝরাতেও সাহায্য করে ড্রাই ফ্রুটস।

রেড বেলপেপার

পাস্তা, চাউমিন, চিলি চিকেন সুস্বাদু করে তুলতে রেড বেলপেপার অনেকেই ব্যবহার করেন। রেড বেলপেপার ওজন ঝরাতে সত্যিই দারুণ কার্যকরী। পেটের মেদ কমাতে হিমসিম খেলে ভরসা রাখুন বেলপেপারে। তাতে ওজন ঝরবে দ্রুত। পেটের মেদ নিয়েও আর অস্বস্তিতে পড়তে হবে না।

নিয়মিত ভিটামিন ই ক্যাপসুল ত্বকে ব্যবহার করছেন

ত্বকের যত্ন নিতে অনেকেই ভরসা রাখেন সমাজমাধ্যমের উপর। নেটদুনিয়ায় দেখা বিভিন্ন রকম টোটকা অনেকেই প্রয়োগ করেন নিজেদের ত্বকে। জেল্লা ফিরে পেতে কেউ মুখে টুথপেস্ট মাখছেন কেউ আবার ভিটামিন ই-র ক্যাপসুল ভেঙে ভিতরের তরলটি যদি মুখে মেখে নিচ্ছেন। তবে মনে রাখতে হবে সকলের ত্বক এক রকম হয় না।

আপনার ত্বকে যেটা ভাল প্রভাব ফেলবে, অপর জনের ত্বকে সেটা একই প্রভাব না-ও ফেলতে পারে। ভিটামিন ই-র ক্যাপসুল ভেঙে তার নির্যাসটি ত্বকে মাখলেও নানা ধরনের উপকার হয়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সকলের ত্বকে এক ফল না-ও হতে পারে। ভিটামিন ই ত্বকের জন্য স্বাস্থ্যকর হলেও মনে রাখা জরুরি, এই ভাবে ব্যবহার করলে ত্বকের কিছু ক্ষতিও হতে পারে। যাঁদের ত্বক খুব সংবেদনশীল। ভিটামিন ই-র সরাসরি ব্যবহার তাঁদের ত্বকে প্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ত্বকে র‍্যাশ, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি হতে পারে।

ত্বকে সরাসরি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার না করে, কোনও প্যাক বানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকে সরাসরি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার না করে, কোনও প্যাক বানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। দই, মধু, হলুদের মিশ্রণের সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। শীতে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এই প্যাক দারুণ উপকারী। ব্রণ বা ত্বকের অন্যান্য দাগছোপ কমাতে পাকা পেঁপের সঙ্গে মধু, লেবুর রস এবং ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস মিশিয়ে মুখে লাগাতে পারেন উপকার পাবেন।

ত্বকের সমস্যা কেশরের গুণেই সমাধান হতে পারে

বয়স ৩০-এর কোঠায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই ত্বকে কালচে ছোপ পড়ছে। চোখ এবং ঠোঁটের চারপাশেও হালকা বলিরেখা পড়েছে। ছোটবেলায় মুখময় যে ব্রণ হত, তার দাগ রয়ে গিয়েছে এখনও। এত ধরনের সমস্যার জন্য ইন্টারনেট ঘেঁটে নানা রকম প্রসাধনীর খোঁজ পেয়েছেন। বন্ধুরা অনেকেই বলেছেন, সেই সব ক্রিম, প্রসাধনী মেখে তাঁরাও উপকার পেয়েছেন।

কিন্তু দাম দিয়ে এত রকম ক্রিম যে কিনবেন, তাতে ভয়ও করছে। সে সব মেখে যদি মুখে কিছু বেরোয়। হিতে বিপরীত হলে তো সমস্যার শেষ থাকবে না। তবে ত্বকের বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা প্রসাধনীর পিছনে খরচ না করে, কেশর কিনলেই কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। কেশর ত্বকের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে?

১) তারুণ্য ধরে রাখে বয়স বাড়লে ত্বক এমনিতেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। হাজার হাজার দামি ক্রিম মেখেও খুব একটা লাভ হয় না। সেই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে টক দই, কেশর এবং মধুর মিশ্রণ। সপ্তাহে বার দুয়েক মাখতে পারলে বয়সের ছাপ একেবারেই পড়বে না।

২) কালচে দাগ দূর করে

কেশরের মধ্যে ক্রোসিন এবং ক্রোসেটিনের মতো উপাদান রয়েছে। এই দু'টি উপাদান ত্বকের কালচে দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। ত্বকের তরতাজা ভাবও ফিরিয়ে আনে।

৩) ত্বকের জেল্লা ধরে রাখে

শুধু যে বয়স বাড়লেই ত্বক জেল্লা হারায়, এমনটা কিন্তু নয়। কম বয়সিদের ত্বকও নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে পারে। কেশরের মধ্যে যে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা মেলানিনেরর উৎপাদন কমিয়ে প্রাকৃতিক "স্কিন-লাইটেনিং" হিসাবে কাজ করে।

৪) সানবার্ন দূর করে

রোদ লেগে ত্বক পুড়ে গেলে বা ত্বকে ট্যান পড়লে সালোঁয় গিয়ে ব্লিচ করার প্রয়োজন নেই। কেশরের মধ্যে থাকা অ্যান্টি-ট্যান উপাদানেই সমস্যার নিষ্পত্তি হবে। ত্বকও মসৃণ হবে।

৫) ব্রণর সমস্যায়

ত্বকে ব্রণ, প্রদাহের সমস্যা দূর করতে পারে কেশর। ত্বকের ধরন বুঝে, বাড়িতে তৈরি যে কোনও ফেসপ্যাকের সঙ্গে কেশর মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। কাজ হবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তির ভরসা রাখুন জলে

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল রাখতে জলের গুরুত্ব কারও অজানা নয়। কেবল গরমকালেই নয়, ডিহাইড্রেশনে ঝুঁকি কমাতে সারা বছরই বেশি করে জল খেতে হবে। ওজন কমতেও পারে জলের গুণে। ওয়াটার থেরাপি করেই জাপানিরা ওজন ঝরান! জাপানিরা দীর্ঘকাল ধরেই রোগা হওয়ার দাওয়াই হিসাবে এই জলের টোটকা ব্যবহার করে আসছেন।

তবে শুধু ওজন ঝরাতেই নয়, শরীর চাঙ্গা রাখতেও জাপানিরা এই থেরাপি মেনে চলেন।

বেশি জল খেলে মাইগ্রেনের সমস্যা কমে। বিপাকহার বৃদ্ধি করতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও এই থেরাপি বেশ কার্যকর। শীতকালে জলের অভাবে ত্বক শুষ্ক দেখায়। জল বেশি করে খেলে ত্বকের শুষ্কতা দূর হয়, জেল্লা বাড়ে।

কী ভাবে করবেন ওয়াটার থেরাপি?

১) ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে চার থেকে পাঁচ গ্লাস জল খেতে হবে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন দূর করতে সাহায্য করবে এই অভ্যাস।

২) দাঁত ব্রাশ করার আগেই জল খেয়ে নিতে হবে। জল খাওয়ার ৪৫ মিনিটের মধ্যে কিছুই খাওয়া যাবে না। ৪৫ মিনিট পর প্রাতরাশ করতে পারেন।

৩) দিনের যে কোনও খাবার ১৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে খাওয়া যাবে না। এক বার খাবার খাওয়ার পর কোনও ভাবেই দু'ঘণ্টা জল বা অন্য কোনও খাবার খাওয়া চলবে না।

৪) শারীরিক কোনও সমস্যা থাকলে বা বার্ধক্যজনিত কারণে হঠাৎ সকালে অনেকেই হয়তো চার গ্লাস জল এক বারে খেতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে জলের পরিমাণ বাড়ান। প্রথমে শুরু করুন সকালবেলা বাসি মুখে এক গ্লাস জল দিয়ে। ৫) এই থেরাপি চলার সময়ে জল হোক বা অন্য কোনও খাবার কখনওই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবেন না।

শীতে জল কম খাচ্ছেন? বিকল্প কোন পানীয়ে ভরসা রাখলে ঝলমলে হবে ত্বক

ঠান্ডা পড়ল কি পড়ল না, জল খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন অনেকেই। এখনও তো তেমন জাঁকিয়ে শীত পড়েনি। ঠান্ডায় কাবু হয়ে পড়লে হয়তো জল খাওয়া প্রায় ছেড়েই দেবেন। জল কম খেলে তার প্রভাব যে শুধু শরীরে পড়ে, তা তো নয়। ত্বকও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শরীর আর্দতা হারালে ত্বকও কেমন শুষ্ক দেখায়। এমনিতে জলের বিকল্প হতে পারে না।

তবে কিছু পানীয় যদি নিয়ম করে খেতে পারেন, তাহলে খানিক বাঁচোয়া। শরীর এবং ত্বক একসঙ্গে যত্নে থাকবে।

গ্রিন টি শীতে এমনিতে বার বার চায়ের কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে। তবে চায়ের বদলে গ্রিন টি খেতে পারেন। এই চায়ে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান। যা ত্বকের প্রদাহজনিত সমস্যা দূরে রাখে। গ্রিন টিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা শুধু শরীর নয় খেয়াল রাখে ত্বকেরও।

ঈষদুষ্ণ লেবুজল সারা বছরই অনেকে দিন শুরু করেন লেবু জল খেয়ে। শীতে যে হেতু শরীরে জলের পরিমাণ কমে যায়, ফলে এই ধরনের পানীয় শরীর আর্দ রাখে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন বাইরে বার করে দেয় এই পানীয়। ত্বকের যত্নে শীতে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন লেবুজলে।

ডাবের জল ডাবের জলে রয়েছে ইলেক্ট্রোলাইট উপাদান। শরীর ভিতর থেকে সুস্থ রাখতে ডাবের জলের বিকল্প নেই। শীতে জল খেতে ভুলে গেলেও বাইরে বেরিয়ে যদি ডাবের জলে চুমুক দিতে পারেন, তা হলেও সুফল মিলবে। অ্যালো ভেরা শরবত শুষ্ক ত্বকের খেয়াল রাখতে অ্যালো ভেরার জুড়ি মেলা ভার। তবে ত্বকের শুষ্কতা ভিতর থেকে প্রতিরোধ করতে চাইলে ভরসা রাখতে পারেন অ্যালো ভেরার শরবতে। অ্যালো ভেরায় আছে ভিটামিন, মিনারেলস, অ্যামিনো অ্যাসিডের মতো উপাদান। প্রতিটি উপাদান শরীরের অন্দরে গিয়ে শরীরকে আর্দ করে তোলে।

চুল ঝরা থেকে খুশকি, সব সমস্যার সমাধান কি লুকিয়ে টক দই

শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা সারা বছর পেটের গোলমাল ঠেকাতে শেষ পাতে টক দই খান অনেকেই। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়া টক দইয়ের মতো খাবার খুব কমই আছে। টক দই শুধু ত্বকের খেয়াল রাখে না। চুলের যত্নেও টক দইয়ের বিকল্প খুব কমই আছে। অত্যধিক দূষণ, ধুলোর কারণে চুলের অবস্থা সারা বছরই বেহাল হয়ে থাকে।

ফলে চুলের খেয়াল রাখতে ভরসা হতে পারে টক দই। চুলের যত্ন কী ভাবে নেয় টক দই?

খুশকি কমাতে শীতকালে খুশকির সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়। নিয়মিত শ্যাম্পু করলেও খুশকি কিছুতেই কমতে চায় না। অনেকেই খুশকি তাড়াতে নানা ট্রিটমেন্টও করান। কিন্তু বিশেষ সুফল মেলে না। তবে খুশকি তাড়াতে হাতিয়ার হতে পারে টক দই। এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান খুশকি সমূলে বিনাশ করে।

চুল লম্বা করতে

চুল কিছুতেই লম্বা হচ্ছে না, এই আক্ষেপ অনেকেরই আছে। তবে লম্বা চুলের স্বপ্নপূরণ করতে চাইলে ভরসা রাখতে পারেন টক দইয়ের উপর। কারণ, দইয়ে রয়েছে ভিটামিন বি, জিঙ্কের মতো উপাদান। চুল লম্বা করতে এগুলি সাহায্য করে।

চুল মসৃণ করতে

শ্যাম্পু করার পরেই অনেকের চুল উশকো-খুশকো হয়ে যায়। শুষ্ক চুলের ক্ষেত্রেই সাধারণত এই ধরনের সমস্যা বেশি হয়। চুল নরম এবং কোমল রাখতে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন টক দই। উপকার পাবেন।

চুল পড়া থামাতে

মাথার চেয়ে মাটিতে চুল পড়ে থাকে বেশি। অনেকেরই মুখেই এমন কথা শোনা যায়। চুল পড়ার সমস্যা আসলে কমবেশি সকলেরই আছে। টক দই এই সমস্যা খানিকটা হলেও কমাতে পারে।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন টক দই?

দই দিয়ে বিভিন্ন হেয়ার প্যাক বানানো যায়। তবে ডিম আর দইয়ের যুগলবন্দি চুলের জন্য সত্যিই ভাল। দুটো ডিমের কুসুম, এক চামচ দই একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় মেখে নিন। তার পর ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে এলে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে দু'দিন ব্যবহার করলে চুলের সমস্যা দূরে চলে যাবে।

রক্তচাপ বেড়েছে? শীতকালীন এক শাকের রসেই লুকিয়ে সমাধান

শীতকালে সংক্রমণ ঠেকাতে রোজের খাবারে বেশি করে শাকসব্জি রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। এই মরসুমে বাজারে শাকপাতার ছড়াছড়ি। সারা বছর ছরে পাওয়া গেলেও শীতের মরসুমে টাটকা পালং শাকের কথাই আলাদা। এই সময়ে শরীর চাঙ্গা রাখতে, সর্দি-কাশি ঠেকিয়ে রাখতে কিন্তু রোজের খাবারে পালং শাক রাখতে পারেন।

শীতকালে রোজ নিয়ম করে পালং শাকের রস খেলে কী হয়, জেনে নিন।

১) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পালং শাকে থাকা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। শরীর ক্যানসারমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। বিশেষ করে প্রস্টেট ক্যানসার রোধে এই শাক খুবই কার্যকর। ২) উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন? তা-ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই শাকের বিভিন্ন উপাদান। পালং শাকে নাইট্রেট থাকে, এই যৌগ রক্তবাহগুলির মুখ প্রসারিত করে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

৩) সর্দি-কাশি লেগেই থাকে? শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে। পালং শাকে থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পালং শাকে থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ৪) পালং শাকে রয়েছে লুটিন আর কেরোটিনয়েড। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি করতে এই দু'টি উপাদান খুবই কার্যকর। ৫) হিমোগ্লোবিন কমে গেলেও সাহায্য করতে পারে পালং শাক। পালং শাকে উপস্থিত ফোলেট খুবই দ্রুত বাড়াতে পারে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা।

শীতের মরসুমে নির্ভয়ে খান দেদার মিষ্টি

শরীরচর্চা না করা, দেদার বাইরের খাবার খাওয়া, জল কম খাওয়া এগুলি হল ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণ। তবে এই কারণগুলি ছাড়াও মিষ্টির প্রতি অগাধ প্রেম ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। শীতকাল হল উতবের মরসুম। এই সময়ে নানা উতব-অনুষ্ঠানে না চাইতেও মিষ্টি খাওয়া হয়ে যায়। ফলে ওজন বাড়তে থাকে। এমনিতে মিষ্টির প্রতি টান সহজে ভোলার নয়।

মিষ্টি খেতে যাঁরা পছন্দ করেন, তাঁদের মিষ্টি খাওয়া থেকে বিরত রাখা সহজ নয়। কিন্তু ওজন বেড়ে যাওয়াও কাজের কথা নয়। ফলে অনেকেই বুঝতে পারেন না, মিষ্টি খাবেন না কি ওজন কমাবেন! পুষ্টিবিদরা অবশ্য জানাচ্ছেন, মিষ্টি খেয়েও রোগা হওয়া সম্ভব। তার জন্য মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম। সেগুলি কী?

খাবারখানবুঝেশুনে

ওজন কমাবেন বলে অনেকেই ডায়েটে খালি প্রোটিন আর ফাইবারে সমৃদ্ধ খাবার রাখেন। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, এটা ঠিক নয়। ওজন ঝরাতে প্রোটিন, ফাইবার খাওয়া জরুরি। তবে সারা ক্ষণ এগুলি খেয়ে গেলে চলবে না। মিলিয়ে-মিশিয়ে খেতে হবে। সকালে যদি প্রোটিন খান, তা হলে ফাইবার খান অন্য সময়ে। কার্বোহাইড্রেট খাওয়াও একেবারে বন্ধ করে দিলে হবে না। সেই সঙ্গে দুগ্ধজাত খাবার, ফলও বেশি করে খেতে হবে।

মেপেখান ওজন কমানোর সময়ে কী খাচ্ছেন, তার চেয়েও কতটা খাচ্ছেন সেটা বেশি জরুরি। চাইলে দেদার খাবার খেয়েও রোগা থাকা সম্ভব। যদি পরিমাণ মতো খেতে পারেন। পরিমাণে রাশ টানা অত্যন্ত জরুরি। এমন হতে পারে যে, রোজ বিরিয়ানি খাচ্ছেন, পোলাও খাচ্ছেন, তা-ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটা তখনই সম্ভব, যখন পরিমাণ মতো খাবেন। মিষ্টির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। শাকসব্জিবেশিখান ফল আর শাকসব্জিতেই লুকিয়ে রয়েছে সুস্থ শরীরের রহস্য। তাই রোজের পাতে শাকসব্জি রাখতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে মরসুমি ফল। এই দুইয়ের গুণেই ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে। মিষ্টি খেয়েও রোগা থাকার অন্যতম কৌশল হতেই পারে এই খাদ্যাভ্যাস।

রবিবার আগরতলায় গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়।

গুজরাটের বানাস ডেইরিতে মন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে ''হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০'' বিষয়ক পরামর্শক কমিটির বৈঠক

আহমেদাবাদ, ৭ ডিসেম্বর: শনিবার গুজরাটের ভাভ—থারাদ জেলার বানাস ডেইরিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে, কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রী ডঃ কৃষণ পাল গুরজর এবং মুরলিধর মহোল, সংসদ সদস্য, সহযোগিতা সচিব আশীষ কুমার ভূতানি এবং শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের মূল আলোচনা বিষয় ছিল ভারতীয় ডেইরি কোঅপারেটিভ সেক্টরের ভবিষ্যৎ কৌশল এবং পরিকল্পিত ''হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০''।

বৈঠকে সেক্টরের বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং টেকসই চাষাবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ডেইরি কোঅপারেটিভগুলির ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, 'সহযোগিতা ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং দুধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ''সহকার থেকে সমৃদ্ধি'' এর ভিশনের আওতায় ডেইরি কোঅপারেটিভগুলি কৃষক কল্যাণে একটি বড় শক্তি হয়ে উঠেছে।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'ডেইরি কোঅপারেটিভগুলি মহিলাদের আয় বাড়ানোর এবং পরিবার ভিত্তিক অর্থনৈতিক স্থিরতা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপায়।' তিনি কোঅপারেটিভ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য নতুন পদক্ষেপ প্রস্তাব করেছেন, যার মধ্যে গ্রাম পর্যায়ের কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে ইনস্যুরেন্স কোঅপারেটিভগুলির সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে গ্রামীণ এলাকায় ইনস্যুরেন্স সেবা সহজতর করা যায়। তিনি যোগ করেন যে, ডেইরি কোঅপারেটিভগুলি দুই চাকার এবং চার চাকার ইনস্যুরেন্সও সহজতর করবে, যা গ্রামাঞ্চলে কভারেজ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

অমিত শাহ আরও জানান, জাতীয় স্তরে ডেইরি সেক্টরের জন্য তিনটি মাল্টি-স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে, এনডিডিবি এবং প্রাণী পালন ও দুধ শিল্প দপ্তর ''হোয়াইট রেভোলিউশন ২.০'' কার্যক্রম শুরু করেছে, যা প্রতিটি পঞ্চায়েতে একটি কোঅপারেটিভ সোসাইটি এবং প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত দুধ উৎপাদন সহ একটি ডেইরি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

মন্ত্রী নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত ত্রিভুবন কোঅপারেটিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাও তুলে ধরেন, যা ডেইরি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটগুলির সাথে পার্টনারশিপ করে বি.এসসি. এবং এম.এসসি. ডেইরি টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করবে। এই প্রোগ্রামগুলির গ্র্যাজুয়েটরা দেশের বিভিন্ন জেলায় বানাস ডেইরি মডেল বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

অমিত শাহ বানাস ডেইরি মডেল তুলে ধরে বলেন, প্রতিটি জেলায় চারটি উন্নত মাটি পরীক্ষা ল্যাব স্থাপন করা হবে, যা কৃষকদের জন্য বৈজ্ঞানিক মাটি মূল্যায়ন করবে। তিনি বলেন, কৃষকদের ইউরিয়া, ডিএপি ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসের সঠিক ব্যবহার নিয়ে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার মাটির স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।

বৈঠকের শেষে, ডেইরি উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং ''হোয়াইট রেভোলিউশন'' এর পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকদের সহায়তার জন্য কোঅপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

অমিত শাহের নেতৃত্বে এই বৈঠকটি ভারতের ডেইরি কোঅপারেটিভ সেক্টরের ভবিষ্যত উন্নয়ন এবং কৃষকদের জন্য একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কিসামা হেরিটেজ ভিলেজে ভারতের উত্তরপূর্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপন, 'হর্নবিল উৎসব ২০২৫'-এ অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

কিসামা, ৭ ডিসেম্বর: শনিবার ভারতের ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য ম. সিন্ধিয়া অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিখ্যাত ''হর্নবিল উৎসব'' ২০২৫-এ, যা নাগাল্যান্ডের উপজাতি ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং শিল্পী ঐতিহ্য উদযাপন করে। এই সফর তার তিন দিনের নাগাল্যান্ড সফরের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

কিসামা হেরিটেজ ভিলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সিন্ধিয়া বলেন, ''হর্নবিল উৎসব এখন বিশ্বের মঞ্চে তার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুইজারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য এই উৎসবে অংশীদার দেশ হিসেবে যোগ দিয়েছে, যা এক নতুন মাইলফলক।'' তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ''অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি''কে কৃতিত্ব দেন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'ভারতের প্রথম সীমান্ত বিশ্বে' পরিণত করেছে।

সিন্ধিয়া নাগাল্যান্ডের ১৭টি উপজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রশংসা করেন এবং বলেন, ''হর্নবিল উৎসব নাগাল্যান্ডের জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী মোদির সংস্কৃতি কূটনীতি, সংযোগ এবং পর্যটন সম্পর্কিত নীতি এই উৎসবকে বৈশ্বিকভাবে পরিচিত করেছে।'' এবারের উৎসবে সাংস্কৃতিক এবং আধুনিক প্রদর্শনীর একটি বিস্তৃত মিশ্রণ ছিল — ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, গ্রাম পরিক্রমা, হাতে তৈরি হস্তশিল্প প্রদর্শনী, আদিবাসী খেলা, খাদ্যদ্রব্যের অভিজ্ঞতা এবং বিখ্যাত ''হর্নবিল ইন্টারন্যাশনাল রক কন্টেস্ট'' সহ --- এবং এই উৎসবের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী স্থানীয় কারিগর, উদ্যোক্তা এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে ব্যাপকভাবে সংলাপ করেছেন। তিনি টোফেমা গ্রামের রিজিওনাল ক্রাফট অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারে মহিলাদের সাথে কথা বলেছেন, বাস্কেট বুনন পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তাতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছেন। মন্ত্রী একটি কফি খামার পরিদর্শন করেন, যেখানে তিনি স্থানীয় কফি উপাদান স্বাদগ্রহণ করেন এবং তরুণ কফি উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও, তিনি আঙ্গামি, চাকেসাং এবং কনিয়াক সম্প্রদায়ের মরুদ্যানগুলি পরিদর্শন করেন এবং হর্নবিল হস্তশিল্প বাজারে মহিলাদের উল বুনন পর্যবেক্ষণ করেন।সিন্ধিয়া টৌফেমা গ্রামে আঙ্গামি পাথর টানার অনুষ্ঠানে অংশ নেন, যা ঐক্য এবং সম্মিলিত শক্তির প্রতীক হিসেবে পালিত হয়। তিনি একে একটি গভীর সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেন, 'এই ধরনের ঐতিহ্যগুলি নাগা সমাজের স্থিতিস্থাপকতা এবং মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে।'

স্ত্রী তার সফরে একটি বড় ঘোষণা করেছেন, তিনি 'অ্যাক্ট ইস্ট, অ্যাক্ট ফাস্ট, অ্যাক্ট ফার্স' কাঠামোর অধীনে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্যাকেজ উন্মোচন করেছেন। এই প্যাকেজে ২০২ কোটি মূল্যের উদ্বোধন এবং ৪৪৩ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া, উদ্ভাবন, বিদ্যুৎ এবং মূল সড়ক করিডোরে সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পিত।

মন্ত্রী সিন্ধিয়া আরও বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যাপক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিমানবন্দর, সড়কপথ, টেলিযোগাযোগ এবং সীমান্তের সংযোগের মতো নানা ক্ষেত্রে উন্নয়ন এক অভূতপূর্ব গতিতে চলছে। নাগাল্যান্ডে ৬৫০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিওর সঙ্গে কাজ করছি এমন একটি ভবিষ্যত গড়তে যা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মেলে।''

তিনি আরও বলেন, ''উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এখন ভারতের দ্রুততম উন্নয়নশীল অঞ্চলে পরিণত হয়েছে, যেখানে তরুণ এবং উদ্যোমী জনগণ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আগামী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'' এমন একটি সফর এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নাগাল্যান্ডের উন্নয়নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আবহাওয়া বিভাগ পূর্বাভাস দিলো, আগামীকাল পর্যন্ত তীব্র শীতল বায়ু এবং ঘন কুয়াশা থাকবে, দিল্লি-এনসিআর-এ বায়ু মান 'ভীষণ খারাপ'

নয়া দিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আজ পূর্বাভাস দিয়েছে যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তীসগঢ়, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় আগামীকাল পর্যন্ত শীতল প্রবাহ চলবে।

অন্যদিকে, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং হিমাচল প্রদেশে আগামী দুই দিন ঘন কুয়াশা অবস্থার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং করাইকালে বজ্রপাত এবং ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত সহ তুমুল বৃষ্টিপাত হতে পারে।

এদিকে, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বায়ু মান 'ভীষণ খারাপ' হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় দুষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এর তথ্য অনুযায়ী, আজ দুপুর ১ টায় একিউআই ছিল ৩০২। আজ সকাল ৭ টায় একিউআই ছিল ৩০৫, যা খুবই বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এমন বায়ু মানের কারণে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের জন্য।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

এদিন রক্তদান শিবিরে যারা রক্তদান

করেছেন তাদের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাদেরকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

পঞ্চকুলায় উদ্বোধন হলো 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভাল ২০২৫', বিজ্ঞানকে জনমানুষের মধ্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে শুরু

পঞ্চকুলা, ৭ ডিসেম্বর: শনিবার পঞ্চকুলায় ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং ''ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভাল'' ২০২৫-এর ১১তম সংস্করণ উদ্বোধন করেছেন। চার দিনব্যাপী এই উৎসবকে ''উৎসব, যোগাযোগ ও ক্যারিয়ার'' ভিত্তিক একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখার সময়, ড. সিং বলেন, ''এই ফেস্টিভালটি ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করেছে, যা বিশেষত শিক্ষার্থী এবং তরুণ গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে তারা বৈজ্ঞানিক সাফল্য এবং উদীয়মান প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।''

তনি আরও বলেন, 'আইআইএসএফ একটি সন্নিবিষ্ট, জনমুখী উৎসব হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল, যা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সম্মেলন নয়। এটি বিজ্ঞানী, প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপকারভোগীদের একটি সাধারণ মঞ্চে আনার চেষ্টা করে। এটি সরকারের বিজ্ঞান সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকেও প্রতিফলিত করে।'

মন্ত্রী বলেন, ''বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এখন ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দু। গত এক দশকে, দেশ একটি মিশন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, যা সংস্কার, উন্নত বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো এবং প্রতিভা উন্নয়ন উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।'

তিনি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, ''বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রশাসনে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে, যেমন উন্নত আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, আর্কটিক গবেষণা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নতি।'

২০২৫ সালের উৎসবের থিম ''বিজ্ঞান থেকে সমৃদ্ধি: আত্মনির্ভর ভারতের দিকে'' উল্লেখ করে, ড. সিং বলেন, ''ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা এখন আর স্বপ্ন নয়, এটি বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ২০২৮ সালের মধ্যে একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি অলওয়েদার গবেষণা জাহাজের উন্নয়ন এবং মানব সাবমার্সিবল প্রোগ্রামের অগ্রগতি। এছাড়া, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বৈশ্বিকভাবে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু তথ্য প্রদান করছেন।''

মন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারতের গবেষণা এবং উদ্ভাবনে বিশ্বের উচ্চতর অবস্থান, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বৃদ্ধি এবং পেটেন্ট ফাইলিংয়ের বৃদ্ধি আমাদের সাফল্যের প্রমাণ। চন্দ্রযান-৩, দেশীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উন্নয়ন এবং বায়োটেকনোলজিতে অগ্রগতি এসব উদাহরণের মধ্যে একটি।'

আইআইএসএফ ২০২৫-এর এক বড় অংশ স্কুল এবং কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য, যাতে তারা সরকারি চাকরির বাইরেও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার সুযোগগুলো জানতে পারে। এবারের সেশনে কুয়ান্টাম প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, ব্লু ইকোনমি, ডিপ-টেক উদ্যোগিতা এবং অন্যান্য সীমানা প্রযুক্তির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বিজেপির চাপ খেয়ে

● প্রথম পাতার পর

ঘাটতিতে প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়া, বেকার যুবকদের চাকরি না দিয়ে তাদের হাতে পতাকা ধরিয়ে অস্থিরতা বাড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন সুদীপ রায় বর্মন। বেকার আন্দোলন দমাতে লাঠিচার্জ করারও অভিযোগ তোলেন তিনি। এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যেককে গর্জে উঠার আহবান জানান তিনি। প্রত্যেক এলাকায় জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখার আহবান জানান কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

চার লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মা বলেন রবিবার সকালে রামনগর পুরান বাড়ি এলাকায় গাঁজা গাছ কাটতে যাওয়ার সময় গাঁজা চাষিরা রাস্তার মধ্যে বিশাল বড় গাছ কেটে রাস্তা আটকাবার চেষ্টা করে। গাঁজা চাষীদের সমস্ত ধরনের প্রতিরোধ ডিঙিয়ে রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বন দপ্তরের ৩২ টি প্লটে প্রায় চার লক্ষের অধিক পরিণত গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা হবে। আগামী দিনেও বিশ্রামগঞ্জ থানার গাঁজা বাগান ধ্বংস অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কারণ গাঁজা চাষ অবৈধ। গাঁজা চাষ থেকে বিরত থাকতে গাঁজা চাষীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা।

ত্রিপুরা সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

উগ্রবাদী প্রশিক্ষণচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি আগে অস্ত্র আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সম্প্রতি যুবকদের অস্ত্র ধরিয়ে উগ্রপন্থায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টার কথাও উঠে এসেছে। অন্যদিকে, কুমিল্লার সীমান্তবর্তী এলাকার আরেক ব্যক্তি জুয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অবৈধভাবে মাদক ও বিভিন্ন পাচারযোগ্য পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশ ঘটানোর সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগ রয়েছে, এসব সামগ্রী তাঁর হেফাজতে মজুদ থাকে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ওই ব্যক্তি নাকি বাংলাদেশ পুলিশের একটি সোর্স হিসেবেও কাজ করেন। ফলে তাঁকে নিয়ে বহু প্রশ্ন থাকলেও আইনগত ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, বাংলাদেশে সরকারের পালাবদলের পর এদের কর্মকাণ্ড আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এই দুই ব্যক্তির তৎপরতার কারণে ভারতীয় সীমান্তে যেকোনো সময় অঘটন ঘটতে পারে। তাই তাঁদের দাবি, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী যেন অতিরিক্ত সতর্কতা গ্রহণ করে।

স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থার পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

হারিয়ে যাওয়া ২৭টি মোবাইল উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলি দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পুলিশ সুপারের মতে, সঠিক সময়ে অভিযোগ জানালে মোবাইল উদ্ধারের সম্ভাবনা অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। তাই এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে দ্রুত থানায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তিনি।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর

● প্রথম পাতার পর

চালান। সেই অভিযানে সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বড় পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়।

বিএসএফ জানিয়েছে, মাদক চোরাচালান রুখতে সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান বৃদ্ধি পাওয়ায় পাচারকারীরা চাপে পড়েছে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিকরা। মাদক দমন ও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে বিএসএফ ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে উল্লেখ করেছে বিএসএফ।

রাজ্য সরকার গলফ

● প্রথম পাতার পর

সরকার যে সমস্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে তার সুফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। জাতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ভাল ফলাফল করছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন গলফ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি আর্য্য বীর আরিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর আই জি তথা টাস্কার গলফ ক্লাবের সভাপতি অলক কুমার চক্রবর্তী। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন টাস্কার গলফ ক্লাবের সম্পাদক ডেভিড দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রীকে গলফ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার আজীবন সদস্য পদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী বৃক্ষরোপন করেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা গলফ এসোসিয়েশন এবং টাস্কার গলফ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এবং গলফ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গলফ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী আর্য্য বীর আরিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর আইজি অলক কুমার চক্রবর্তী। রাজ্যপাল গলফ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

র্মনগর জাতীয় সড়কে

● প্রথম পাতার পর

পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তল্লাশি শিথিল করলে নেশা কারবারিরা পাচারে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। থানার সামনে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় এক লাইনে লরি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতে হচ্ছে। জেলা পুলিশ সুপার গাঁজা পাচার রোধে সাত জনকে স্থানান্তর করলেও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। সীমান্তের দুই দিকেই দীর্ঘ যানজটে সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীবাহী গাড়িও।

এদিকে, চুরাইবাড়ি মর্ডান চেকপোস্টের ভেতরে থাকা তিনটি খালি শেড ব্যবহার করে তল্লাশি শুরু করলে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে মনে করছেন লরি চালকরা। এতে তাদের দুর্ভোগ কমবে এবং যান চলাচলও স্বাভাবিক হতে পারে।

দেবেন্দ্রচন্দ্র নগর ডাম্পিং

● প্রথম পাতার পর

কোনো নিশ্চিত তথ্য মেলেনি বলে জানিয়েছেন ডাম্পিং স্টেশনের সুপারভাইজার সুমন দেববর্মা। তিনি জানান, রাতের অন্ধকারে আগুন প্রথম ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুতই আবর্জনার স্তূপে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

সুপারভাইজার সুমন দেববর্মা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এখনো যদি আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসে, তবে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্টেশনের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি নজরে রেখেছে এবং দমকল কর্মীদের সহায়তায় আগুন নিভিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ডাম্পিং স্টেশনে এর আগেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

বৈদ্যুতিক গ্রিফ

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়দের দাবি, পরিতোষ নেশাগ্রস্ত এবং নেশার টাকা জোগাড় করতেই সে এভাবে পিতলজাত ধাতব চুরি করে আসছিল। এই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে আশ্চর্যের বিষয়শনিবার তেলিয়ামুড়া থানার সামনে থাকা বিশাল আকৃতির একটি ট্রান্সফরমারেরও দুটি গ্রিফ গায়েব হয়ে যায়।

এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তর ডিভিশন—১—এর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, শনিবার থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রহস্যজনকভাবে গ্রিফ চুরি হচ্ছিল। বিষয়টি তাদের নজরে আসে। থানার সামনের ট্রান্সফরমার থেকেও দুটি গ্রিফ চুরি হওয়ায় বিষয়টি থানার ওসি জয়ন্ত দে—কে জানানো হয়েছে। শেষমেশ রবিবার সকালে স্থানীয়দের উদ্যোগে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, বিদ্যুৎ দপ্তর অভিযুক্ত পরিতোষ দেবনাথের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করবে। এই অদ্ভুত ধরনের চুরির ঘটনায় তেলিয়ামুড়া শহরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শহরবাসীর দাবিযেন দ্রুত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয় এবং অনুরূপ নাশকতার ঘটনা আর না ঘটে।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা চেস এসোর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

তৃণমূল-এর মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক শেষ হয়ে যাবে: বরখাস্ত এমএলএ হুমায়ুন কবিরের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর: তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বরখাস্ত হওয়া হুমায়ুন কবির দাবি করেছেন, আগামী ২২ ডিসেম্বর তিনি নিজের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এআইএমআইএম-এর সঙ্গে জোট করার পরিকল্পনা করেছেন।

গতকাল এক সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন কবির বলেন, 'তৃণমূল-এর মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক শেষ হয়ে যাবে। পিকচার আভি বাকি হ্যায় (ক্লাইম্যাক্স এখনও বাকি)।'

তিনি আরও জানান, তিনি পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৩৫টি আসনে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, যা তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যের রাজনীতিতে 'গেম চেঞ্জার' হতে পারে। এছাড়াও, তিনি এআইএমআইএম-এর সঙ্গে জোট গঠনের পরিকল্পনা করছেন, যা তৃণমূলের বিরুদ্ধে নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

এদিকে, তার এই সিদ্ধান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। তৃণমূল তার 'ধর্মনিরপেক্ষ নীতির' প্রতি আস্থা রেখে হুমায়ুন কবিরকে দল থেকে বরখাস্ত করেছিল। তবে বিজেপি এই পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলকে তোপ দাগছে, তাদের মতে, হুমায়ুন কবিরের মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা।হুমায়ুন কবির গত শনিবার বেলডাঙ্গায় ''বাবরি মসজিদ'' নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই ঘটনায় আট লাখেরও বেশি লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই মসজিদ নির্মাণের জন্য ইট, টাকা, ইত্যাদি দান করেন। তিনি দাবি করেন, পুলিশের কোনো সাহায্য ছাড়াই এই জমায়েত হয়েছিল। তিনি জানান, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকেও ট্রাক এবং ট্রাক্টর দিয়ে ইট আনা হয়েছে।

এই মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগের সাথে অনেকেই আয়োধ্যা ঘটনাকে তুলনা করছেন, যেখানে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল। তবে, এটির প্রতিবাদ হিসেবে কিছু অংশের মানুষের দাবি, এটি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

হুমায়ুন কবিরের ''বাবরি মসজিদ'' নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে বিজেপি নেতারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, এটি একটি 'সাংগঠনিক তৃণমূল এজেন্ডা' এবং হুমায়ুন কবিরের বরখাস্তকরণ শুধুমাত্র একটি 'শো'। তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল বাবরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু আমরা তা মেনে নেব না।'বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য করেন, 'বাবরি মসজিদ নামক মসজিদ পশ্চিমবঙ্গে কখনও মেনে নেওয়া হবে না।' তিনি বলেন, 'এটি কোনো মুসলিম মসজিদ নির্মাণ নয়, বরং একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা।'

হুমায়ুন কবিরের এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। রাজ্যে তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক অনেকটাই শক্তিশালী হলেও, তার এই নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগ মুসলিম ভোটের বিভাজন এবং বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। ২০২১ সালে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম হলেও, তৃণমূল এখনও রাজ্যে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

এই পরিস্থিতিতে হুমায়ুন কবিরের দল গঠন এবং এআইএমআইএম-এর সঙ্গে জোটের চেষ্টা আগামী নির্বাচনে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ সৃষ্টি করতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি বুদ্ধিমান, গ্রাহক-কেন্দ্রিক এবং স্ব-অপ্টিমাইজিং বিতরণ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: আজ, প্রথম জাতীয় সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির শক্তি বিতরণ খাতে ব্যবহার নিয়ে তিনি বলেন, এআই/এমএল ভিত্তিক সমাধান, স্মার্ট মিটার অ্যানালিটিক্স এবং জেনএআই-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা গ্রাহক অভিজ্ঞতা এবং অপারেশনাল দক্ষতা পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'এই প্রযুক্তিগুলি গ্রাহকদের তাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পূর্বাভাস দেবে এবং সৎ গ্রাহকদের চুরি থেকে রক্ষা করবে। এর ফলে ডিসকমগুলো ক্ষতির পরিমাণ কমাতে, বিদ্যুৎ কেনার খরচ কমাতে এবং শক্তিশালী অবকাঠামোতে পুনঃনির্মাণ করতে সক্ষম হবে।'

মন্ত্রী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে এই কথা বলেন। তিনি ডিসকম ও উদ্যোগগুলিকে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সমাধান উপস্থাপনের জন্য পুরস্কৃত করেন এবং স্টেলার (দীর্ঘমেয়াদী লোডের পর্যাপ্ততা এবং স্থিতিস্থাপকতার জন্য কৌশলগত সম্প্রসারণ) সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করেন, যা ডিসকমগুলিকে রিসোর্স এডেকুয়েসি পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করবে।

এই সম্মেলনে স্মার্ট মিটার ডেটা অ্যানালিটিক্স, একীভূত আইটি/ওটি সিস্টেম, এবং স্মার্ট হোম অটোমেশন সলিউশনগুলির ব্যবহার দেখানো হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, জালিয়াতি প্রতিরোধ করা, এবং অপারেশনাল দক্ষতা, গ্রিড নির্ভরযোগ্যতা, এবং টেকসই লক্ষ্য অর্জনে জ্ঞান শেয়ারিং এবং শ্রেষ্ঠ চর্চার প্রচার।

সম্মেলনে এআই/এমএল প্রযুক্তির বাস্তব ব্যবহার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ডিমান্ড ফরকাস্টিং, রাজস্ব সুরক্ষা, খরচ অপটিমাইজেশন এবং ডিজিটাল সিস্টেম একীভূতকরণ।

জম্মু-কাশ্মীর মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর মন্তব্যে উত্তেজনা: ভারত জোট 'লাইফ সাপোর্টে', বিজেপির হাস্যরস

নয়াদিল্লী, ৭ ডিসেম্বর: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী জোট সম্পর্কে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর শক্তিশালী মন্তব্য রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি করেছে। আবদুল্লাহ বলেছিলেন যে এই জোট বর্তমানে 'লাইফ সাপোর্টে' রয়েছে। তাঁর মন্তব্যে কিছু জাতীয় কনফারেন্সের শরিক নেতারা হাস্যকর বলে উল্লিখিত করেছেন, আবার কিছু সমর্থনও জানিয়েছেন, অন্যদিকে বিজেপি এই অস্থিরতাকে মজা করে দেখছে। হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিটে এক আলোচনায় আবদুল্লাহ ভারত জোটের সমস্যা নিয়ে বলেন, 'আমরা কিছুটা লাইফ সাপোর্টে আছি, তবে মাঝে মাঝে কেউ আমাদের শক দেয়, আর আমরা উঠে আসি। কিন্তু তারপর, দুর্ভাগ্যবশত, বিহারের মতো ফলাফল আসে এবং আমরা আবার পড়ে যাই। তখন কেউ আমাদের আইসিইউতে নিয়ে যেতে হয়।'

রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যে আবদুল্লাহ বলেন যে, তিনি মনে করেন ভারত জোট 'নিতীশ কুমারকে এনডিএ''র দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।' তিনি বিহারের আসন-বন্টনে হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বাধীন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্যও জোটের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেন, যদিও দলের কিছু অংশ বিহারের বিভিন্ন এলাকায় উপস্থিত। এদিকে, আরজেডি রাজ্যসভা সাংসদ মনোজ ঝা আবদুল্লাহর মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে মানুষ তাড়াহুড়ো করে মন্তব্য করে, কিন্তু এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সবকিছু জনগণের হাতে। যদি জোট লাইফ সাপোর্টে থাকে, তবে ওমর আবদুল্লাহও তো সেই জোটের অংশ। তিনি কি এই জোটকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন?' ঝা আরও বলেন, 'এটি একক রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়; এটি সকল সদস্যের দায়িত্ব। দায়িত্ব কেবল তাচ্ছিল্য করার মধ্যেই শেষ হয় না।'

কংগ্রেসের সাংসদ মনোজ কুমার বলেন, 'ওমর আবদুল্লাহ ভারত জোটের সদস্য। তিনি যখন কিছু অভাব অনুভব করেন, তখন বলেন যাতে আমাদের জোট আরও শক্তিশালী হয়। তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন না, তিনি আমাদের সাথেই আছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ রাহুল গান্ধীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন। এই কারণেই ওমর আবদুল্লাহ জম্মু ও কাশ্মীরে বড় জয় অর্জন করেছেন।'

অপরদিকে, বিজেপি এই বিরোধী জোটের অমিল এবং অসামঞ্জস্য নিয়ে মজা করছে। বিজেপি নেতা শাহনাওয়াজ হুসেন বলেন, 'ওমর আবদুল্লাহ ভুল বলছেন। ভারত জোট এখন লাইফ সাপোর্টে নেই; এটি ইতিমধ্যেই মৃত। এটি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরই শেষ হয়ে গেছে। এর কোনও নেতা বা নীতি নেই। এই জোটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।'

দেশজুড়ে ইন্ডিগোর ফ্লাইট সংকট: ৮৭% যাত্রী ক্লাস-অ্যাকশন মামলা করার পক্ষে, রিফান্ড সংক্রান্ত অভিযোগ

নয়াদিল্লী, ৭ ডিসেম্বর: ভারতজুড়ে ইন্ডিগোর চলমান ফ্লাইট সংকটের মধ্যে, অন্তত ৮৭% বিমানযাত্রী প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ক্লাস-অ্যাকশন মামলার পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেছেন যে, ইন্ডিগো তাদের দেওয়া 'পূর্ণ মওকুফ' এবং স্বয়ংক্রিয় ১০০% রিফান্ডের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বিপুল পরিমাণে কাটছাঁট করা রিফান্ড পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ইন্ডিগো জানিয়েছিল যে, ৫-১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্লাইট বাতিল বা পরিবর্তন হওয়া যাত্রীদের জন্য তাদের কোনো ক্যানসেলেশন বা রিসিডিউলিং ফি নেওয়া হবে না এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০০% রিফান্ড প্রদান করা হবে। তবে, অনেক যাত্রী অভিযোগ করেছেন যে, তাদের রিফান্ডের পরিমাণ যথাযথ ছিল না এবং তা মূল ভাড়ার থেকে অনেক কম ছিল।

একটি সাধারণ উদাহরণ হিসেবে, এক যাত্রী টুইট করেছেন, "মোট কাটছাঁট আইএনআর ৮,৭১৮, এবং তারা এটাকে ১০০% রিফান্ড বলে দাবি করছে। গজ্জদ্রত্থওদ্র৬ক্ক দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন এই কাটছাঁট?" অন্য একটি টুইটে, এক যাত্রী জানিয়েছেন, "ক্যানসেল করার চেষ্টা করেছিস্ক্রীনশটে শূন্য ক্যানসেলেশন চার্জ দেখানো হলেও তারা আইএনআর ১৬,০০০ চার্জ করেছে।'

এছাড়া, অনেক যাত্রী দীর্ঘ সময় ধরে রিফান্ডের জন্য গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে এবং সমস্যার সমাধান না পেয়ে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

লোকালসার্কেলস দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মোট ৩২,৫৪৭ জন প্রতিক্রিয়া জানানো যাত্রীর মধ্যে ৮৭% তাদের অভিযোগ দায়ের করার জন্য কনজিউমার প্রোটেকশন কাউন্সিল অথরিটির কাছে ক্লাস-অ্যাকশন মামলা দায়ের করার পক্ষে মত দিয়েছেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী যাত্রীরা দাবি করেছেন, তাদের ক্ষতিপূরণের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে কোন বিমান সংস্থা ভারতীয় ভোক্তাদের সঙ্গে এমন আচরণ না করে।

এদিকে, এই মামলার জন্য সরকারের কাছে যাত্রীদের দাবির মধ্যে রয়েছে ফ্লাইটের টিকিট, বিকল্প ভ্রমণ, হোটেল ব্যবস্থা, এবং অনেক যাত্রীর মানসিক চাপের জন্য ক্ষতিপূরণ। অনেক যাত্রী তাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যেমন বিয়ের অনুষ্ঠান বা শোকসভায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে হতাশ হয়েছেন। এমন পরিস্থিতি বিদেশেও দেখা গেছে। গত জুলাইয়ে, ডেলটা এয়ারলাইনস একটি বৃহৎ আইটি আউটেজের পর হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল হওয়া এবং যাত্রীদের পূর্ণ রিফান্ড না দেওয়ার কারণে একটি ক্লাস-অ্যাকশন মামলা সম্মুখীন হয়েছিল। একইভাবে, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইনসও একটি ক্লাস-অ্যাকশন মামলার শিকার হয়েছিল, যাত্রীদের অভিযোগ ছিল যে তারা যথাযথভাবে রিফান্ড বা ব্যবস্থা প্রদান করেনি। এখন প্রশ্ন উঠছে, ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে এমন একটি মামলা আদৌ হবে কি না। বিশেষ করে, যেহেতু এই সংকট অনেকাংশে ইন্ডিগোর নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন প্রস্তুতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে, তাতে যাত্রীদের ক্ষতির মোকাবিলা কিভাবে করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট হয়নি। এই পরিস্থিতি যাত্রীদের মধ্যে এক বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করেছে, যার মধ্যে বাতিলকৃত ফ্লাইট, বিলম্ব, এবং বাকি অসুবিধা ছাড়াও রিফান্ড বিষয়ক প্রতিশ্রুতির অনুপালন উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বিমান পরিবহন খাতে যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই ঘটনাগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মধ্যপ্রদেশে বিশেষ নির্বাচনী সংশোধন প্রক্রিয়া চলছে দ্রুতগতিতে

ভোপাল, ৭ ডিসেম্বর: নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পরিচালিত বিশেষ নির্বাচনী সংশোধন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্ব এখন সারা দেশে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই উদ্যোগের অধীনে, ভোটারদের গণনা ফর্মগুলি বেশিরভাগ জেলায় বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, বিশেষত মধ্যপ্রদেশে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশে এসআইআর প্রক্রিয়া দ্রুতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। রাজ্যের ১২টিরও বেশি জেলায় গণনা ফর্ম ডিজিটালাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। দমোহ জেলা, যেখানে নির্বাচন সংশোধন প্রক্রিয়া প্রায় শেষ, সেখানে জেলা কালেক্টর সুধীর কোচার জানান, 'আমরা দ্রুতগতিতে এসআইআর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছি এবং এটি আমাদের রাজ্যের নির্বাচনী সিস্টেমের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ।' পাবলিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে, খ্যাতিমান সিনেমা অভিনেতা আকাশ পেন্দসে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি নিজে আমার এসআইআর ফর্ম জমা দিয়েছি এবং সকল নাগরিককে আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা তাদের তথ্যগুলি নিশ্চিতভাবে গণনা ফর্মে পূর্ণ করুক। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে।'

এদিকে, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসআইআর-২০২৬ এর অধীনে, একটি বিশেষ ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে, যাতে ২০০৩ সালের নির্বাচনী তালিকায় নাম খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল প্রতিবন্ধীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা।

এই পদক্ষেপগুলি মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং জনগণের অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, যা গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তি তৈরি করবে।

ওমীদ সেন্ট্রাল পোর্টাল অফিশিয়ালি বন্ধ: ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ছয় মাসের সময়সীমা পূর্ণ

নয়াদিল্লী, ৭ ডিসেম্বর: ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ওমীদ সেন্ট্রাল পোর্টালটি ৬ ডিসেম্বর তারিখে আপলোডের জন্য অফিশিয়ালি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, ওমীদ অ্যাক্ট ১৯৯৫ এবং সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনার অধীনে পোর্টালটি তার ছয় মাসের সময়সীমা পূর্ণ করেছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, পোর্টালে ৫ লাখেরও বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং ২ লাখেরও বেশি সম্পত্তি নির্ধারিত অনুমোদকদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে যে, নির্মাতাদের পক্ষ থেকে ২ লাখ ১৩ হাজারেরও বেশি সম্পত্তি জমা দেওয়া হয়েছে, যা এখনও সময়সীমার মধ্যে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। তবে, যাচাই প্রক্রিয়ার সময় ১০ হাজার ৮৬৯টি সম্পত্তি বাতিল করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, একাধিক পর্যালোচনা সভা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, এবং এমনকি সচিব পর্যায়ের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় নতুন গতি এসেছে। ফলে, শেষ সময়ে আপলোডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় এই ব্যাপক কার্যক্রমকে সমর্থন দেওয়ার জন্য, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ওয়াকফ বোর্ড ও সংখ্যালঘু বিভাগের সাথে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন করেছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কর্মকর্তাদের পোর্টাল আপলোডিং প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দিল্লিতে দুই দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওমীদ (যৌথ ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা, ক্ষমতায়ন, দক্ষতা ও উন্নয়ন আইন, ১৯৯৫) একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যা ওয়াকফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

ইন্ডিগো সংকটের রাজনৈতীক বিতর্ক চরমে, রাহুল গান্ধীর ''মোনোপলি মডেল'' মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ৭ ডিসেম্বর: রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে এই সপ্তাহে, যখন সিভিল অ্যাভিয়েশন মন্ত্রী কিঞ্জারাপু রাম মোহন নায়ডু ইন্ডিগো বিমান সংস্থার চলমান সংকট নিয়ে সরকারের ভূমিকা রক্ষা করেছেন এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 'মোনোপলি মডেল' অভিযোগ নাকচ করেছেন। দেশজুড়ে হাজার হাজার যাত্রী বিমানবন্দরে আটকে পড়ার মধ্যেই এই বিতর্ক তীব্র হয়ে ওঠে।

রাহুল গান্ধীর সমালোচনার জবাবে, মন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত করা উচিত নয়। তিনি বলেন, সরকার সব সময়ই বিমান পরিবহন খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য কাজ করেছে।

নায়ডু আরও জানান, নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে বিমান সংস্থাগুলোর জন্য লিজিং খরচ কমানো যায় এবং তাদের বিমান বহর সম্প্রসারণ সহজতর হয়। 'সরকার সবসময়ই প্রতিযোগিতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। দেশের মধ্যে বিমান পরিবহনের চাহিদা বাড়ছে। এটি আরও নতুন খেলোয়াড়দের খাতে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করছে, সরকার এটাই চায়,' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি রাহুল গান্ধীকে বলেন, 'প্রতিপক্ষ নেতার উচিত সঠিক তথ্য নিয়ে সমালোচনা করা।'

আগে, রাহুল গান্ধী সরাসরি সরকারকেই দায়ী করেছিলেন ইন্ডিগোর বিশাল ফ্লাইট বাতিলের জন্য। একএক্স পোস্টে তিনি বলেছেন, সাধারণ ভারতীয়রা এই সরকার পরিচালিত 'মোনোপলি মডেল'-এর খেসারত দিচ্ছে।

গান্ধী লিখেছেন, 'ইন্ডিগো বিপর্যয় সরকারের মোনোপলি মডেলের ফল... ভারতকে প্রতিটি সেক্টরে ন্যায্য প্রতিযোগিতা প্রাপ্য, না যে ম্যাচ-ফিক্সিং মোনোপলির মতো।'

রাহুলের এই মন্তব্য রাজনৈতিক বিতর্ককে আরো জটিল করে তোলে, যখন দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে যাত্রীরা দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্ব, বাতিলকৃত ফ্লাইট ও অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছেন।

এই সংকটের সূচনা ঘটে যখন ইন্ডিগো নতুন ফ্লাইট নিরাপত্তা নীতি প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়, যা বৈশ্বিক বিমান নিরাপত্তা মান অনুযায়ী পাইলটের অবসাদ কমানোর লক্ষ্যে আনা হয়েছিল। গত বছর পরিচালনা মূলক ডিরেক্টরেট অব সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) এই নীতি ঘোষণা করেছিল এবং তা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিমান সংস্থায় কার্যকর করা হচ্ছিল। তবে, ইন্ডিগো এই নতুন বিধি অনুযায়ী তাদের ক্রু রোস্টার সাজাতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে একটি গুরুতর ক্রু সংকট তৈরি হয়, যা প্রতিদিন শতাধিক ফ্লাইট বাতিলের দিকে নিয়ে যায় এবং বিমান চলাচল ব্যাহত হয়।

এই বিপর্যয়ের ফলে দেশজুড়ে বিমানবন্দরে হাজার হাজার যাত্রী বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিজিসিএ সাময়িকভাবে নতুন নিরাপত্তা নিয়মের বাস্তবায়ন স্থগিত করেছে। এর ফলে ইন্ডিগো ধীরে ধীরে তাদের ফ্লাইট পুনরায় চালু করতে সক্ষম হয়েছে। তবে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বিমান চলাচল এখনও 'সামান্য স্বাভাবিক' হয়ে উঠেছে।

এদিকে, বিমানযাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ও অসন্তোষ বেড়েই চলেছে, কারণ এখনও অনেক যাত্রীর ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত হচ্ছে।

খেলাধুলা

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও জেআরসি-র প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই চলেছে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। এবারও হারালো তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ক্রিকেট টিমকে। রবিবার আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে জেআরসি দল বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর রিক্রিয়েশন টিমের। দারুণ বিষয় হলো টসে জয়লাভ করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দলের অধিনায়ক তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাট করতে নেমে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যাটসম্যানরা নির্ধারিত ১৬ ওভারে ১ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ২০৭ রান। ব্যাট হাতে জেআরসি-র পক্ষে সুব্রত দেবনাথের অনবদ্য ১৩৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। সুব্রত পাঁচটি বাউন্ডারি ও ১৭টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৭ রান সংগ্রহ করে অন্তিম ওভারে আউট হন। পাশাপাশি মেঘধন দেবের অপরাজিত ৫৪ রান এবং মনোজিৎ দাসের অপরাজিত ৬ রান উল্লেখ করার মতো। মেঘধনের অপরাজিত অর্ধশতকেও রয়েছে ৬টি বাউন্ডারি এবং তিনটি ওভার বাউন্ডারির মার। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী একমাত্র উইকেটটি পান ৩১ রানের বিনিময়ে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তিন উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে ওপেনার শ্রীভাস বণিক পাঁচটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অনবদ্য অপরাজিত ৭৯ রান সংগ্রহ করেন। টুটন দে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪১ রান পান। এছাড়া, অধিনায়ক তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাসের ব্যাটে একটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ১৬ রান, মানিক লাল মালাকারের ১৩ রান, ভাস্কর জ্যোতি দত্তের অপরাজিত চার রান উল্লেখ করার মতো। জেআরসি-র বিশ্বজিৎ দেবনাথ, জাকির হোসেন এবং মনোজিৎ দাস প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন। এছাড়াও আইসিএ-র পক্ষে সহ অধিনায়ক তথা অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, দেবাশীষ দাস, গৌতম বনিক, সৌগত ভট্টাচার্য, রোমন ঘোষ ও মৃণাল ভৌমিক যেমন দুর্দান্ত লড়েছেন; তেমনি জেআরসি-র পক্ষে অধিনায়ক অভিষেক দে, উইকেট রক্ষক মিল্টন ধর, অলরাউন্ডার দিব্যেন্দু দে, তাপস দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, অভিষেক দেববর্মা, কৌশিক সমাজপতি, বাপন দাস, বিষ্ণুপদ বনিক, অঞ্জন দেব প্রত্যেকে দারুন খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শুরুর প্রাক মুহূর্তে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস কে সংবর্ধনা জানানো হয়। দু-দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি পর্বের আগে মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস ম্যাচে অংশ নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে এই উদ্যোগের বিষয়ে দু-দলের খেলোয়াড়দের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ ধরনের বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে এক বা একাধিক ছুটির দিন অতিবাহিত করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন তিনি। মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস এবং আইসিএ অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ঐক্য ও শান্তির বার্তা স্বরূপ দুটি পায়রা আকাশে উড়িয়ে ম্যাচের শুভারম্ভে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছেন। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রানার্স দল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন জে আর সি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে। পরবর্তীতে চ্যাম্পিয়ন দল জে আর সি-র হাতে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য।

প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি পেয়েছেন জে আর সি-র সুব্রত দেবনাথ।

দিনটি এক দারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। জে আর সি-র অধিনায়ক তথা সম্পাদক অভিষেক দে এবং সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ দু-দলের খেলোয়ারদের পাশাপাশি আম্পায়ার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রথমবারের মতো রাজ্যে ক্লাব লীগ দাবার বিশাল আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের দাবাড়ুদের জন্য সুখবর। ক্লাব লীগ দাবা প্রতিযোগিতা করার উদ্যোগ নিলো রাজ্য দাবা সংস্থা। নুতন কমিটি গঠনের পর ত্রিপুরার দাবাকে আরও কিভাবে এগিয়ে নেওয়া তা নিয়েই হচ্ছিল বিস্তার আলোচনা। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গেলো আগস্ট মাসে হয়েছিল রাজ্য স্কুল দলগত দাবা প্রতিযোগিতা। এবার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে হবে ক্লাব দাবা।অল ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ত্রিপুরা সুপার ডিভিশন ক্লাব চেস লিগ অনুষ্ঠিত করতে চলেছে। ৩১শে জানুয়ারী এবং ১লা ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। দাবাকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই লীগের আয়োজন করতে চলেছে অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ মল্লিক। তাছাড়া এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন,অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত কুন্ডু, রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ, শহর দক্ষিণাঞ্চল ক্লাব কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমল দেব সহ অন্যান্যরা। রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ বলেন, রাজ্যে দাবাকে জনপ্রিয় করতে আর্থিক পুরস্কার এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই টুর্নামেন্টে।প্রথম পুরস্কার থাকবে ২০০০০, দ্বিতীয় পুরস্কার থাকবে ১৫০০০ এবং তৃতীয় পুরস্কার থাকবে ১০০০০ টাকা। এছাড়া থাকবে বোর্ড পুরষ্কার।শীর্ষ বোর্ড পুরষ্কার বিজয়ীর জন্য প্রতিটি ১ম, ২য়, ৩য় প্রত্যেককে ট্রফি প্রদান করা হবে।'ত্রিপুরা সুপার ডিভিশন চেস লিগ ১.০' এর শীর্ষ ১০ টি দল 'ত্রিপুরা প্রিমিয়ার ডিভিশন চেস লিগ ১.০' খেলবে। যদি কোন দল 'ত্রিপুরা প্রিমিয়ার ডিভিশন চেস লিগ ২.০' তে অংশগ্রহণ করতে না চায়, তাহলে তৃতীয় টিমকে প্রিমিয়ার লিগ ২.০ খেলার জন্য বিবেচনা করা হবে। 'ত্রিপুরা প্রিমিয়ার ডিভিশন চেস লিগ ১.০' এর শীর্ষ ৮ টি দল 'ত্রিপুরা প্রিমিয়ার ডিভিশন চেস লিগ ২.০' তে থাকবে কিন্তু 'ত্রিপুর প্রিমিয়ার ডিভিশন চেস লিগ ১.০' এর সবচেয়ে কম স্কোর প্রাপ্ত ২ টি দল 'ত্রিপুরা সুপার ডিভিশন চেস লিগ ২.০' তে অবনমিত হবে।'ত্রিপুরা সুপার ডিভিশন চেস লিগ ২.০' এর শীর্ষ ২ টি দল 'ত্রিপুরা প্রিমিয়ার ডিভিশন চেস লিগ ২.০' এর শীর্ষ ৮ টি দলের সাথে 'ত্রিপুরা সুপার ডিভিশন চেস লিগ ২.০' এ যোগ দেবে।এই প্রক্রিয়া অনুসারে অবনমন এবং উন্নয়ন চলবে। যতগুলো খুশি দল অংশগ্রহণ করতে পারবে এই প্রতিযোগিতায়। প্রতিজনের চারজন করে খেলোয়াড় থাকবে। কমপক্ষে ২ জন খেলোয়াড় ত্রিপুরার হতে হবে। ২ জন খেলোয়াড় ত্রিপুরার বাইরে থেকে আসতে পারবেন।যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা ইচ্ছা করলে অনলাইনের পাশাপাশি অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবে।সুপার ডিভিশন দলের প্রবেশ ফি রয়েছে ২০০০ টাকা। প্রিমিয়ার ডিভিশন দলের প্রবেশ ফি: ১০০০০টাকা। রাজ্য সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ বলেন ত্রিপুরার দাবাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বদ্ধ পরিকর। তা মাথায় রেখেই ক্লাব আসর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

ত্রিপুর ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক রেফারি ক্লিনিক সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক রেফারি ক্লিনিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান এবং সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এনএসআরসিসি-র হল ঘরে।

সারা রাজ্যের মোট ৪১ জন ভলিবল রেফারিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মহিলা রয়েছেন ১২ জন এবং পুরুষ রয়েছেন ২৯ জন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা ভলিবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ, সম্পাদক বিমান দেব প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে সুজিত রায় এবং এসোসিয়েশন সভাপতি প্রদীপ চন্দ বলেন এই রেফারি ক্লিনিকে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারাই রাজ্যের স্বীকৃত রেফারি হিসেবে কাজ করবে। অন্য কোনও রেফারি যদি খেলা পরিচালনা করে তাদেরকে অবৈধ বলে গণ্য করা হবে। সম্পাদক বিমান দেব বলেন যারা রাজ্য খেলা অরগানাইজ করবেন তাঁদেরকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, রাজ্য সংস্থার কর্মকর্তাদের জানিয়ে খেলা অরগানাইজ করবেন। এবং স্বীকৃত রেফারিরা এই খেলা পরিচালনা করবে।

সারা রাজ্য ভলিবল খেলাকে সহজ ভাবে পরিচালনা করার জন্য ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন রেফারি বোর্ড গঠন করা হয়।

উক্ত রেফারি বোর্ডের চেয়ারম্যান তাপস কুমার নাগ। যুগ্ম কনভেনর উত্তম মালাকার এবং মনীষ দেবনাথ। সদস্য হিসাবে রয়েছেন রাজীব দেবনাথ, প্রশান্ত সিনহা, সঞ্জয় সাহা, নমিতা বালা সরকার প্রমুখ। রাজ্য ভলিবল সংস্থা থেকে এ খবর জানিয়েছেন।

রাজ্যে প্রথমবারের মতো গলফ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা ।ভারত গল্ফ মহোৎসব জি.এফ.আই ট্যুর ২০২৫-এর অংশ হিসাবে ত্রিপুরা গল্ফ এসোসিয়েশন ও বিএসএফ গল্ফ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে শালবাগানে ত্রিপুরা ওপেন গল্ফ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। রবিবার রাজ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। এছাড়াও ছিলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ বিএসএফের আইজি ও গলফ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা ।ত্রিপুরায় এমন গল্ফ প্রতিযোগিতা আয়োজন শুধু ক্রীড়া সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধই করছে না, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে গল্ফের মতো প্রতিযোগিতা মূলক খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলছে। জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টের জন্য ত্রিপুরাকে বেছে নেওয়ায় গলফ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্ট রাজ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলেই প্রত্যাশা।

বিশ্বকাপ ফুটবলের সূচি ঘোষিত, কোয়ার্টার ফাইনালেই মেসি বনাম রোনাল্ডো লড়াইয়ের সম্ভাবনা

শুক্রবার বিশ্বকাপের গ্রুপবিন্যাস হয়েছিল। আর শনিবার হয়ে গেল সূচি। কোন দল কাদের বিরুদ্ধে, কখন, কোন মাঠে খেলবে তা ঠিক হয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে, কোয়ার্টার ফাইনালে জমাটি লড়াই হতে পারে। মুখোমুখি হতে পারে আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগাল। অর্থাৎ লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বিশ্বকাপে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে, যা অতীতে কোনও দিন হয়নি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পারে ব্রাজিল। তবে সব ক্ষেত্রেই দলগুলিকে গ্রুপের শীর্ষে শেষ করার পাশাপাশি রাউন্ড অফ ৩২ এবং প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল জিততে হবে। ৪৮টি দেশ হওয়ার কারণে এ বার বাড়তি একটি রাউন্ড খেলতে হবে দেশগুলিকে।

কেমন হল বিশ্বকাপের সূচি?

গ্রুপ এ

মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, প্লেঅফ দল

১১ জুন মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো সিটি, রাত ১:৩০

১২ জুন দক্ষিণ কোরিয়া-প্লেঅফ দল, জাপোপান, সকাল ৮:৩০

১৮ জুন প্লেঅফ দল-দক্ষিণ আফ্রিকা, আটলান্টা, রাত ১০:৩০

১৯ জুন মেক্সিকো-দক্ষিণ কোরিয়া, জাপোপান, সকাল ৭:৩০

২৫ জুন প্লেঅফ দল-মেক্সিকো, মেক্সিকো সিটি, সকাল ৭:৩০

২৫ জুন দক্ষিণ আফ্রিকা-দক্ষিণ কোরিয়া, গুয়াদালুপে, সকাল ৭:৩০

গ্রুপ বি

কানাডা, প্লেঅফ দল, কাতার, সুইৎজারল্যান্ড

১২ জুন কানাডা-প্লেঅফ দল, টরন্টো, রাত ১:৩০

১৩ জুন কাতার-সুইৎজারল্যান্ড, সান্টা ক্লারা, রাত ১:৩০

১৮ জুন সুইৎজারল্যান্ড-প্লেঅফ দল, ইঙ্গলউড, রাত ১:৩০

১৯ জুন কানাডা-কাতার, ভ্যাঙ্কুভার, ভোর ৪:৩০

২৪ জুন সুইৎজারল্যান্ড-কানাডা, ভ্যাঙ্কুভার, রাত ১:৩০

২৪ জুন প্লেঅফ দল-কাতার, সিয়াটেল, রাত ১:৩০

গ্রুপ সি

ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড

১৪ জুন ব্রাজিল-মরক্কো, নিউ ইয়র্ক, ভোর ৪:৩০

১৪ জুন হাইতি-স্কটল্যান্ড, বস্টন, সকাল ৭:৩০

২০ জুন স্কটল্যান্ড-মরক্কো, বস্টন, ভোর ৪:৩০

২০ জুন ব্রাজিল-হাইতি, ফিলাডেলফিয়া, সকাল ৭:৩০

২৫ জুন স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল, মায়ামি, ভোর ৪:৩০

২৫ জুন মরক্কো-হাইতি, আটলান্টা, ভোর ৪:৩০

গ্রুপ ডি

আমেরিকা, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, প্লেঅফ দল

১৩ জুন আমেরিকা-প্যারাগুয়ে, ইঙ্গলউড, সকাল ৭:৩০

১৩ জুন অস্ট্রেলিয়া-প্লেঅফ দল, ভ্যাঙ্কুভার, সকাল ১০:৩০

১৯ জুন প্লেঅফ দল-প্যারাগুয়ে, সান্টা ক্লারা, সকাল ১০:৩০

১৯ জুন আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া, সিয়াটেল, রাত ১:৩০

২৬ জুন প্লেঅফ দল-আমেরিকা, ইঙ্গলউড, সকাল ৮:৩০

২৬ জুন প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া, সান্টা ক্লারা, সকাল ৮:৩০

গ্রুপ ই

জার্মানি, কুরাসাও, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর

১৪ জুন জার্মানি-কুরাসাও, হিউস্টন, রাত ১১:৩০

১৫ জুন আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর, ফিলাডেলফিয়া, ভোর ৫:৩০

২০ জুন জার্মানি-আইভরি কোস্ট, টরন্টো, রাত ২:৩০

২১ জুন ইকুয়েডর-কুরাসাও, কানসাস সিটি, ভোর ৬:৩০

২৫ জুন ইকুয়েডর-জার্মানি, নিউ ইয়র্ক, রাত ২:৩০

২৫ জুন কুরাসাও-আইভরি কোস্ট, ফিলাডেলফিয়া, রাত ২:৩০

গ্রুপ এফ

নেদারল্যান্ডস, জাপান, প্লেঅফ দল, টিউনিশিয়া

১৪ জুন নেদারল্যান্ডস-জাপান, ডালাস, রাত ২:৩০

১৫ জুন প্লেঅফ দল-টিউনিশিয়া, মন্টেরি, সকাল ৮:৩০

২০ জুন নেদারল্যান্ডস-প্লেঅফ দল, হিউস্টন, রাত ১১:৩০

২০ জুন টিউনিশিয়া-জাপান, মন্টেরি, সকাল ১০:৩০

২৬ জুন টিউনিশিয়া-নেদারল্যান্ডস, কানসাস সিটি, ভোর ৫:৩০

২৬ জুন জাপান-প্লেঅফ দল, ডালাস, ভোর ৫:৩০

গ্রুপ জি

বেলজিয়াম, মিশর, ইরান, নিউ জিল্যান্ড

১৫ জুন বেলজিয়াম-মিশর, সিয়াটেল, রাত ১:৩০

১৬ জুন ইরান-নিউ জিল্যান্ড, লস অ্যাঞ্জেলস, সকাল ৭:৩০

২১ জুন বেলজিয়াম-ইরান, লস অ্যাঞ্জেলস, রাত ১:৩০

২২ জুন নিউ জিল্যান্ড-মিশর, ভ্যাঙ্কুভার, সকাল ৭:৩০

২৭ জুন নিউ জিল্যান্ড-বেলজিয়াম, ভ্যাঙ্কুভার, সকাল ৯:৩০

২৭ জুন মিশর-ইরান, সিয়াটেল, সকাল ৯:৩০

গ্রুপ এইচ

স্পেন, কেপ ভার্দে, সৌদি আরব, উরুগুয়ে

১৫ জুন সৌদি আরব-উরুগুয়ে, মায়ামি, রাত ৮:৩০

১৫ জুন স্পেন-কেপ ভার্দে, আটলান্টা, রাত ১০:৩০

২১ জুন স্পেন-সৌদি আরব, আটলান্টা, রাত ১০:৩০

২২ জুন উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে, মায়ামি, ভোর ৪:৩০

২৭ জুন উরুগুয়ে-স্পেন, গুয়াদালাজারা, ভোর ৬:৩০

২৭ জুন কেপ ভার্দে-সৌদি আরব, হিউস্টন, ভোর ৬:৩০

গ্রুপ আই

ফ্রান্স, সেনেগাল, প্লেঅফ দল, নরওয়ে

১৬ জুন ফ্রান্স-সেনেগাল, নিউ ইয়র্ক, রাত ১:৩০

১৭ জুন প্লেঅফ দল-নরওয়ে, বস্টন, ভোর ৪:৩০

২২ জুন ফ্রান্স-প্লেঅফ দল, ফিলাডেলফিয়া, রাত ৩:৩০

২৩ জুন নরওয়ে-সেনেগাল, নিউ ইয়র্ক, ভোর ৬:৩০

২৬ জুন নরওয়ে-ফ্রান্স, বস্টন, রাত ১:৩০

২৬ জুন সেনেগাল-প্লেঅফ দল, টরন্টো, রাত ১:৩০

গ্রুপ জে

আর্জেন্টিনা, আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডন

১৭ জুন আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া, কানসাস সিটি, ভোর ৭:৩০

১৭ জুন অস্ট্রিয়া-জর্ডন, সান ফ্রান্সিসকো, সকাল ১০:৩০

২২ জুন আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া, ডালাস, রাত ১১:৩০

২৩ জুন জর্ডন-আলজেরিয়া, সান ফ্রান্সিসকো, সকাল ৯:৩০

২৮ জুন জর্ডন-আর্জেন্টিনা, ডালাস, সকাল ৮:৩০

২৮ জুন আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া, কানসাস সিটি, সকাল ৮:৩০

গ্রুপ কে

পর্তুগাল, প্লেঅফ দল, উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া

১৭ জুন পর্তুগাল-প্লেঅফ দল, হিউস্টন, রাত ১১:৩০

১৮ জুন উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া, মেক্সিকো সিটি, সকাল ৮:৩০

২৩ জুন পর্তুগাল-উজবেকিস্তান, হিউস্টন, রাত ১১:৩০

২৪ জুন কলম্বিয়া-প্লেঅফ দল, গুয়াদালাজারা, সকাল ৮:৩০

২৮ জুন কলম্বিয়া-পর্তুগাল, মায়ামি, ভোর ৬:০০

২৮ জুন প্লেঅফ দল-উজবেকিস্তান, আটলান্টা, ভোর ৬:০০

গ্রুপ এল

ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা, পানামা

১৭ জুন ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া, ডালাস, রাত ২:৩০

১৮ জুন ঘানা-পানামা, টরন্টো, ভোর ৫:৩০

২৩ জুন ইংল্যান্ড-ঘানা, বস্টন, রাত ২:৩০

২৪ জুন পানামা-ক্রোয়েশিয়া, টরন্টো, ভোর ৫:৩০

২৭ জুন পানামা-ইংল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক, রাত ৩:৩০

২৭ জুন ক্রোয়েশিয়া-ঘানা, ফিলাডেলফিয়া, রাত ৩:৩০

নক-আউট পর্ব

প্রথম রাউন্ড

২৮ জুন গ্রুপ এ রানার্স-গ্রুপ বি রানার্স, ইঙ্গলউড, রাত ১:৩০

২৯ জুন গ্রুপ ই চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এ/বি/সি/ডি/এফ তৃতীয়, ফক্সবরো, রাত ৩:০০

৩০ জুন গ্রুপ এফ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ সি রানার্স, গুয়াদালুপে, সকাল ৭:৩০

২৯ জুন গ্রুপ সি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এফ রানার্স, হিউস্টন, রাত ১১:৩০

৩০ জুন গ্রুপ আই চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ সি/ডি/এফ/জি/এইচ তৃতীয়, ইস্ট রাদারফোর্ড, রাত ৩:৩০

৩০ জুন গ্রুপ ই রানার্স-গ্রুপ আই রানার্স, আরলিংটন, রাত ১১:৩০

১ জুলাই গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ সি/ই/এফ/এইচ/আই তৃতীয়, মেক্সিকো সিটি, সকাল ৭:৩০

১ জুলাই গ্রুপ এল চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ই/এইচ/আই/জে/কে তৃতীয়, আটলান্টা, রাত ১০:৩০

২ জুলাই গ্রুপ ডি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ বি/ই/এফ/আই/জে তৃতীয়, সান্টা ক্লারা, ভোর ৬:৩০

১ জুলাই গ্রুপ জি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এ/ই/এইচ/আই/জে তৃতীয়, সিয়াটেল, রাত ২:৩০

৩ জুলাই গ্রুপ কে রানার্স-গ্রুপ এল রানার্স, টরন্টো, ভোর ৫:৩০

২ জুলাই গ্রুপ এইচ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ জে রানার্স, ইঙ্গলউড, রাত ১:৩০

৩ জুলাই গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ই/এফ/জি/আই/জে তৃতীয়, ভ্যাঙ্কুভার, সকাল ৯:৩০

৪ জুলাই গ্রুপ জে চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ এইচ রানার্স, মায়ামি, ভোর ৪:৩০

৪ জুলাই গ্রুপ কে চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ডি/ই/আই/জে/এল তৃতীয়, কানসাস সিটি, সকাল ৮:০০

৩ জুলাই গ্রুপ ডি রানার্স-গ্রুপ জি রানার্স, আরলিংটন, রাত ১২:৩০

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

৪ জুলাই দ্বিতীয়* জয়ী-পঞ্চম জয়ী, ফিলাডেলফিয়া, রাত ৩:৩০

৪ জুলাই প্রথম জয়ী-তৃতীয় জয়ী, হিউস্টন, রাত ১১:৩০

৫ জুলাই চতুর্থ জয়ী-ষষ্ঠ জয়ী, ইস্ট রাদারফোর্ড, রাত ২:৩০

৬ জুলাই সপ্তম জয়ী-অষ্টম জয়ী, মেক্সিকো সিটি, ভোর ৬:৩০

৬ জুলাই একাদশ জয়ী-দ্বাদশ জয়ী, আরলিংটন, রাত ১:৩০

৭ জুলাই নবম জয়ী-দশম জয়ী, সিয়াটেল, ভোর ৬:৩০

৭ জুলাই চতুর্দশ জয়ী-ষোড়শ জয়ী, আটলান্টা, রাত ১০:৩০

৭ জুলাই ত্রয়োদশ জয়ী-পঞ্চদশ জয়ী, ভ্যাঙ্কুভার, রাত ২:৩০

* নক-আউট পর্বের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচের ক্রম অনুযায়ী

কোয়ার্টার ফাইনাল

৯ জুলাই প্রথম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী-দ্বিতীয় প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, ফক্সবরো, রাত ২:৩০

১০ জুলাই পঞ্চম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী-ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, ইঙ্গলউড, রাত ১:৩০

১১ জুলাই তৃতীয় প্রি-কোয়ার্টার জয়ী-চতুর্থ প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, মায়ামি, রাত ৩:৩০

১২ জুলাই সপ্তম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী-অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার জয়ী, কানসাস সিটি, সকাল ৭:৩০

সেমিফাইনাল

১৪ জুলাই প্রথম কোয়ার্টার জয়ী-দ্বিতীয় কোয়ার্টার জয়ী, আরলিংটন, রাত ১:৩০

১৫ জুলাই তৃতীয় কোয়ার্টার জয়ী-চতুর্থ কোয়ার্টার জয়ী, আটলান্টা, রাত ১:৩০

তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ

১৮ জুলাই প্রথম সেমিফাইনাল পরাজিত-দ্বিতীয় সেমিফাইনাল পরাজিত, মায়ামি, রাত ৩:৩০

ফাইনাল

১৯ জুলাই প্রথম সেমিফাইনাল জয়ী-দ্বিতীয় সেমিফাইনাল জয়ী, ইস্ট রাদারফোর্ড, রাত ১:৩০

বিলোনিয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শ্বাস রুদ্ধকর জয় ওয়াই সি সির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। চলতি এই টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে সীমিত ওভারের ম্যাচে মুখোমুখি হয় প্রগ্রেসিভ ক্লাব ও ওয়াইসিসি। তীব্র হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এদিন শেষ হয় দুইদলের ম্যাচটি। ম্যাচে ওয়াইসিসি দুই রানে পরাজিত করে প্রতিপক্ষ প্রগ্রেসিভ ক্লাবকে। জয়ী দল টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে ১৬০ রান। মূলত ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্রীতম দাস(২৫), শুভম দাস (৮৫*)ও প্রণয় সাহার(২৯) হাত ধরেই সীমিত অপারে ক্রিকেটে প্রতিপক্ষদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মত রান তুলতে সক্ষম হয় ওয়াইসিসি। প্রগ্রেসিভের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট পেল ইন্দ্রজিৎ মজুমদার। জবাবে জয়ের জন্য ১৬১ রানের টার্গেট নিয়ে প্রগ্রেসিভ ক্লাব একসময় জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও শেষ পর্যন্ত এক ১৫৮ রান তুলতে সক্ষম হয় নির্ধারিত ওভারে ৮ জন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে। দলকে জয় এনে দেওয়ার জন্য প্রগ্রেসিভের সৌরভ শীল শর্মা(২৬), অনুপম বণিক (৩৮)ও অভিজিৎ ভৌমিক (২৫) কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও তাদের লড়াইকে কার্যত যেন বিফলের দিকে ঠেলে দেয় ওয়াইসির বোলাররা। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট পেল সুবর্ণ সরকার ও জয়ন্ত পাটারী।

জাগরণ 8 December, 2025, Monday আগরতলা ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং, ■ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কৈলাসহর পুর পরিসদের ২ নং ওয়ার্ডে আট মাস ধরে গলি রাস্তা বন্ধ, জনদুর্ভোগ চরমে

কৈলাসহর, ৭ ডিসেম্বর :কৈলাসহর পুর পরিসদের ২ নং ওয়ার্ডের মহকুমাশাসকের অফিস সংলগ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ গলি পিচ রাস্তাটি দীর্ঘ সাত থেকে আট মাস ধরে বন্ধ থাকায় শহরবাসীর ক্ষোভ ফুঁসে উঠেছে। প্রতিনিয়ত ছোট—বড় যান দুর্ঘটনা, তীব্র যানজট এবং জরুরি পরিস্থিতিতে গাড়ি প্রবেশে বাঁধাসব মিলিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে চরম দুর্ভোগ।

স্থানীয়রা জানান, শহরের অন্যতম প্রাচীন এই গলি রাস্তাটি কৈলাসহরের মূল সড়কের চাপ কমানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ মহকুমাশাসকের পুরনো দালান ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই ঠিকাদার সংস্থা টিনের ব্যারিকেড দিয়ে পুরো রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে।

এলাকাবাসীর দাবিতে, রাস্তাটি খুলে দেওয়ার জন্য গত ৮ সেপ্টেম্বর মহকুমাশাসক এবং ১১ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের কাছে পৃথক দুটি মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়। প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিত্ব কাজল পাল বলেন,“প্রায় আট মাস ধরে রাস্তাটি বন্ধ। ফলে এলাকায় কোনো ধরনের গাড়ি প্রবেশ করতে পারছে না। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদেরও প্রতিদিন শহরের মূল রাস্তায় যানজটের মুখে পড়তে হচ্ছে।” রাস্তাটি বন্ধ থাকায় শহরের মূল সড়কে প্রতিদিনই যানজট তীব্র আকার ধারণ করছে। এমনকি গত সপ্তাহে কৈলাসহর আদালতের এক কর্মী গুরুতর আহত হন বড়সড় সড়ক দুর্ঘটনায়।

আগামী মাসে পৌষ পার্বনের মেলা শহরের মূল সড়কেই অনুষ্ঠিত হবে। মেলার সময় নিরাপদ চলাচলের জন্য এই গলি পথটিই সাধারণত বাইপাস রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাস্তা বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

অবাক করা বিষয়, আট মাস ধরে এতো বড় জনদুর্ভোগ চললেও শাসকদল বা বিরোধী দলকোনো পক্ষকেই কোনো ধরনের কর্মসূচিতে নামতে দেখা যায়নি। এতে শহরবাসীর মধ্যে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই গলি রাস্তা খুলে দেওয়ার দাবিতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। এখন দেখার বিষয়জনস্বার্থে প্রশাসন কবে উদ্যোগী হয়।

আই.এ.এস পদে সাগর শোভন

আগরতলা: ৭ ডিসেম্বর: রাজ্য প্রশাসনে আই.এ.এস পদে নির্বাচিত হলেন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার সাগর শোভন দেবনাথ। নন স্টেট সিভিল সার্ভিস ক্যাটাগরিতে শ্রী দেবনাথ আই.এ.এস পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সিভিল সার্ভিস ক্যাটাগরি ব্যতীত রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত আধিকারিক অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে অভূতপূর্ব সাফল্য পাচ্ছেন, অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে ভালো সার্ভিস রেকর্ড যে সমস্ত আধিকারিকদের থাকে রাজ্য সরকার তাদের নামের একটি শর্ট লিস্টেড তালিকা ইউ.পি.এস.সি”তে পাঠিয়ে থাকে, যোগ্য আধিকারিকদের আই.এ.এস পদে নির্বাচিত করার জন্য। এই ক্যাটাগরিতে শূন্য পদের ভিত্তিতে পার্সোনাল, পাবলিক গ্রিভেন্স এন্ড পেনশন মন্ত্রকের অধীন ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনাল এন্ড ট্রেনিং এই নিযুক্তি দিয়েছে। গত পয়লা ডিসেম্বর ভারত সরকার আই.এ.এস পদে সাগর শোভনের নিযুক্তির গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে। আগরতলার কল্যাণীস্থিত বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা রঞ্জিত কুমার দেবনাথ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জ্যোৎস্না রানী দেবনাথের সুযোগ্য সন্তান সাগর শোভন দেবনাথ ১৯৮৯ সালে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন।এরপর ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি.টেক পাস করেন ১৯৯৩ সালে।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে সরব এটিপিএ

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর: সখীচরণ বিদ্যানিকেতনে অনুষ্ঠিত হলো এটিপিএ”র তৃতীয় ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরব হল এটিপিএ। রবিবার সতীসরণ বিদ্যানিকেতনে এটিপি এর তৃতীয় ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পেনশন প্রথা পরিবর্তনের দাবি জানান।

তারা বলেন, ২০১৮ সালের পরে যারা চাকরিতে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে পুরনো পেনশন স্কীমে পেনশন দেওয়া হবে না। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নতুনভাবে চাকরিতে যুক্ত হওয়া কর্মচারীরা। সে কারণেই তারা পুরনো পেনশন স্কিম ফিরিয়ে আনা দাবি জানিয়েছেন।

এদিন তারা মোট ১২ দফা দাবি সম্মেলনে তুলে ধরেন। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অবিলম্বে ২২ শতাংশ মহার্ঘ্য রিলিফ প্রদান, পুরাতন পেনশন পদ্ধতি চালু, মাসিক চিকিৎসা ভাতা ন্যূনতম ১০০০ টাকা করা সহ মোট ১২ দফা দাবি নিয়ে রবিবার সখীচরণ বিদ্যানিকেতনে অনুষ্ঠিত হলো এটিপিএ”র তৃতীয় ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন।

দিনদুপুরে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।।: দিনদুপুরে ভয়াবহ আগুনে এক পরিবারের সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। খোয়াই সমতল পদ্মবিল হাতকাটা বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অজিত শুক্ল বৈদ্যের বাড়িতে বৃহস্পতিবার এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নেভাতে দমকলের দুটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালালেও ঘরবাড়ি, ধানের গোলা, মূল্যবান নথিকিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল প্রায় দশটা নাগাদ হঠাৎই অজিত শুক্ল বৈদ্যের বসতঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঘরের অন্যান্য অংশে। বাড়ির পাশে থাকা দুটি ধানের গোলাতেও আগুন লেগে যায়, ফলে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে পুরো ঘরবাড়ি।

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে ঘটনার কারণ তদন্ত করছে।

আগুনের তাপে এবং দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ায় ঘরে থাকা মূল্যবান সামগ্রীগুলি উদ্ধার করার কোনও সুযোগ পাননি পরিবারের সদস্যরা। পুড়ে যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছেগুরুত্বপূর্ণ নথি, স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থ, ধানের মজুত, পোশাক, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, আসবাবপত্র। সব মিলিয়ে পরিবারের প্রায় সবকিছুই আগুনে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন আংশিক নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষয়ক্ষতি অপূরণীয় হয়ে পড়ে।

অগ্নিকাণ্ডের পরেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। চোখের সামনে প্রতিবেশীর সর্বনাশ দেখতে পেয়ে তাঁরা গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডে পরিবারটি এখন কার্যত গৃহহীন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

সোনামুড়ায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ নভেম্বর : গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সোনামুড়া থানার উদ্যোগে ব্যাপক গাঁজা বিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়। সোনামুড়া, কামালনগর, ঘাটিঘর ও বিজয়নগর এলাকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৩৬টি গাঁজা চাষের প্লট উদ্ধার করা হয়।

অভিযানে প্রায় ৪.৭ লাখ অপ্রাপ্তবয়স্ক গাঁজা গাছ চিহ্নিত করে সেগুলো ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়েছে। এসব চাষের জন্য ব্যবহৃত মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৭০ একর বলে জানা গেছে। এই বিশেষ অভিযানে সোনামুড়া থানা, ৮১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, ৫ম, ৯ম, ৭ম ও ১১তম ব্যাটালিয়ন টিএসআর, সোনামুড়া মহকুমা

কল্যাণপুরে ডিসেম্বর মানেই আতঙ্কের স্মৃতি, ১২ই ডিসেম্বর শহীদ স্মরণে প্রস্তুতি তুঙ্গে বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর : ইংরেজি বছরের শেষ মাস ডিসেম্বর শুরু হলেই গোটা কল্যাণপুরবাসী অজান্তেই ফিরে যায় বেদনার গভীর অতীতে। কারণ, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ এক ভয়াল রাত, এক রক্তাক্ত অধ্যায়। সেই রাতেই সন্ত্রাসবাদীদের তপ্ত গুলিতে একযোগে ২৬ জন নিরপরাধ গ্রামবাসী নিহত হয়েছিলেন। মুহূর্তেই কল্যাণপুর রূপ নিয়েছিল এক নির্মম বধ্যভূমিতে। ওই রাতের রক্তঝরা স্মৃতি আজও এলাকাবাসীর মনে দগদগে ক্ষতের মতো রয়ে গেছে। তাই ডিসেম্বর মাস এলেই আতঙ্ক, শোক ও অমোচনীয় স্মৃতির আবরণ নেমে আসে সমগ্র কল্যাণপুরের আকাশে।

২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে প্রতি বছর ১২ই ডিসেম্বর দিনটিকে শহীদ স্মরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে আসছে বিজেপি কল্যাণপুর-প্রমোদনগর মন্ডল কমিটি। এলাকার একসময়ের জননেতা প্রয়াত কাজল চন্দ্র দাসের অনুপ্রেরণায় বহু আগেই কল্যাণপুর মহাশ্মশানঘাটে নির্মিত হয়েছিল শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ।

সেই স্মৃতিস্তম্ভকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রদ্ধানিবেদন, অস্থায়ী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, নীরবতা পালন ও স্মরণ সমাবেশ। বর্তমান বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর সক্রিয় উদ্যোগে শহীদ দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে প্রতি বছর নেওয়া হয় বিভিন্ন কর্মসূচি।

সন্ত্রাসবাদীদের রক্তাক্ত অতীতকে স্মরণ করে তাঁদের বিরুদ্ধে গণধিক্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমাজের ঐক্য। এবারও দিনটিকে সামনে রেখে মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বিস্তৃত প্রস্তুতি।

গোটা এলাকায় চলছে ব্যাপক প্রচারাভিযান, পোস্টারিং, গণসংযোগ এবং ছোট ছোট কর্মীসভা। প্রতিটি সভায় শহীদ পরিবারের সদস্যরা, স্থানীয় বিশিষ্টজন, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত থেকে শোক, শ্রদ্ধা ও প্রতিশ্রুতির বার্তা দিচ্ছেন এ ধরনের অমানবিক সন্ত্রাস আর যেন ফেরা না দেয়।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। কল্যাণপুরের রক্তাক্ত ইতিহাস আগামী প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগাবে। ১২ই ডিসেম্বরের স্মরণ সমাবেশকে কেন্দ্র করে পুরো কল্যাণপুর জুড়ে এখন একটাই প্রতিধ্বনি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্য।

পুনর্বহাল অথবা ১০ লক্ষ টাকার এককালীন সহায়তার দাবি চাকুরিচ্যুত কমিউনিটি হেলথ গাইডদের

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর: চাকরি হারিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন ত্রিপুরার চাকুরিচ্যুত কমিউনিটি হেলথ গাইডরা। পুনরায় কাজে বহাল করা বা বিকল্প হিসেবে প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবিতে রবিবার রাজধানীর কৃষ্ণনগর হরিশ ঠাকুর রোডস্থিত বীরচন্দ্র দেববর্মা স্মৃতি ভবনে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হেলথ গাইডরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক চাকুরিচ্যুত হেলথ গাইড বলেন, ১৯৮৩ সালে মাত্র ৫০ টাকার সম্মানির বিনিময়ে রাজ্যজুড়ে ৩ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি হেলথ গাইড নিয়োগ করা হয়েছিল।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যা কমে বর্তমানে ৭৩০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ, গত ১ নভেম্বর হঠাৎই একটি নোটিশের মাধ্যমে তাঁদের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়। তখন তাঁদের মাসিক সম্মানী ছিল ৭,২০০ টাকা।

হঠাৎ চাকরি ছাটাই হওয়ায় প্রবীণ এই স্বাস্থ্যসেবীরা কীভাবে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। তাঁদের বক্তব্য, এত দীর্ঘ সময় স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত থাকার পর এইভাবে চাকরি হারানো অত্যন্ত অন্যায়। তাই তাঁদের পুনর্বহালের আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, পুনর্বহাল সম্ভব না হলে অন্তত জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদানের দাবি করেছেন তাঁরা। চাকুরিচ্যুত হেলথ গাইডরা সরকারের কাছে মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন।

বিমান সংকটে আইপিএফটি-র যন্তর মন্তর কর্মসূচি স্থগিত

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর : বিমান সংকট ও ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায় অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় স্থগিত রাখতে হলো আইপিএফটি ও ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস (ঞ্চঞ্চ)-এর যৌথ যন্তর মন্তর কর্মসূচি। রবিবার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ তথ্য জানান সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা। স্বপন দেববর্মা জানান, সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে পার্লামেন্ট অধিবেশনের আগে অথবা অধিবেশন চলাকালীন যন্তর মন্তরে ওই প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। তিনি কর্মী ও সমর্থকদের সেই অনুযায়ী প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান। তিনি আরো জানান, গত ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত যৌথ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিলপৃথক রাজ্য দাবির সমর্থনে এবং সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল শীতকালীন অধিবেশনে পাশের দাবিতে ১৫ ডিসেম্বর নয়া দিল্লির যন্তর মন্তরে অহিংস প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর---পূর্বাঞ্চল থেকে -এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। ত্রিপুরা থেকে অন্তত ১০০ জন প্রতিনিধি পাঠানোর প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে ইন্ডিগো বিমান পরিষেবার অসংগতি এবং একাধিক ফ্লাইট সমস্যার কারণে যাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি ট্রেনের টিকিট না পাওয়া, বুকিং অপশন বন্ধ থাকাএসব সমস্যায় প্রতিনিধি দল দিল্লি পৌঁছাতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। এর জেরে সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মসূচি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কুঞ্জবন বিপণি বিতানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর: রাজধানীর কুঞ্জবন বিপণী বিতানের সামনে ৬ নম্বর আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য, ৬ নম্বর আগরতলা মণ্ডলের সভাপতি তপন ভট্টাচার্য্য, আগরতলা পুর নিগমের নর্থ জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দসহ একাধিক দলীয় কর্মী-সমর্থক।

স্বচ্ছতা অভিযানের গুরুত্ব তুলে ধরে সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য বলেন, মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছ ভারতের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী আজ দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই উদ্যোগকে সফল করতে সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে এসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও জানান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে জনআন্দোলনে পরিণত করাই মূল লক্ষ্য।

বিলোনিয়ায় একই রাতে ৬ টি গবাদি পশু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ ডিসেম্বর: বিলোনিয়া থানা এলাকায় বেশ কয়েকদিন চুরি-ডাকাতির ঘটনা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে চোরের দল। শনিবার গভীর রাতে থানার অন্তর্গত পৃথক তিনটি স্থানে গৃহপালিত মোট ৬টি গরু চুরি হয়ে যায়।

জানা গেছে, উত্তর সোনাইছড়ি এলাকার বাসিন্দা সমর কান্তি দেবনাথ রবিবার সকালে গোয়ালঘর খুলতে গিয়ে দেখেন দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে।

আগরতলায় শুরু হয়েছে ৭ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক পরম্পরা নৃত্য ও গান বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর: আগরতলায় শুরু হয়েছে ৭ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক পরম্পরা নৃত্য ও গান বিষয়ক কর্মশালা। গত ৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মশালা চলবে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগরতলা প্রেস ক্লাবে।

এই কর্মশালার আয়োজক হিসেবে রয়েছে নিউ দিল্লির ন্যাশানাল ইয়ুথ প্রজেক্টের ত্রিপুরা রাজ্য কাউন্সিল, আর বিশেষ সহযোগিতায় রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সংস্থার সভাপতি ও প্রখ্যাত কবি এন. নিরঞ্জন দত্ত। কর্মশালা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট জনজাতি নৃত্যশিল্পী তপতী কলই।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন আগরতলা পৌর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন আগরতলা পৌর নিগমের সদস্যা ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা সুশ্রী ভাস্বতী দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমিত ভৌমিক এবং আসাম রাইফেলস-এর কর্ণেল গোপা কুমার।

সমাপনী অনুষ্ঠানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করবে। অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন সংস্থার সম্পাদক দীপক কুমার সিনহা। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি ও প্রখ্যাত কবি এন. নিরঞ্জন দত্ত।

তেলিয়ামুড়ায় মৎস্যজীবী ইউনিয়নের ১১তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

তেলিয়ামুড়া, ৭ ডিসেম্বর: মৎস্যজীবী ইউনিয়নের ১১তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। রবিবার সকাল থেকে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রায় শতাধিক কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্ব সুধন দাস, মনিন্দ্র চন্দ্র দাসসহ তেলিয়ামুড়া বিভাগের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

প্রতিযোগিতাটি বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। ছোট্ট অংশগ্রহণকারীরা রঙ-তুলির মাধ্যমে তাদের কল্পনা, সৃজনশীলতা ও প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়।

শিশুদের কাজ দেখে অতিথিরা মুগ্ধ হন এবং তাদের উৎসাহিত করেন।

ইউনিয়নের রাজ্য নেতা সুধন দাস জানান, ১১তম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শুধু সাংগঠনিক কর্মসূচিই নয়, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরসহ আরও নানা সামাজিক উদ্যোগ পর্যায়ক্রমে আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া এলাকায় ইতিমধ্যেই উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছে।

সীমান্ত সড়ক উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ

রাজনাথ সিংহ ১২৫টি প্রধান অবকাঠামো প্রকল্প উদ্বোধন করলেন

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: রক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ রবিবার সীমান্ত সড়ক সংস্থার নির্মিত ১২৫টি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন, যা ভারতের সীমান্ত সংযোগ এবং সামরিক প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করা হয় লাদাখের শ্যোক টানেল থেকে।

প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ২৮টি সড়ক, ৯৩টি সেতু, এবং ৪টি প্রধান অবকাঠামো সুবিধা, যা সাতটি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিস্তৃত, যার মধ্যে লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ এবং মিজোরাম অন্তর্ভুক্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজনাথ সিংহ বিআরও-কে উচ্চতর অঞ্চলে, তুষারাবৃত, মরুভূমি এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় তাদের কাজের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ’আপগ্রেড করা অবকাঠামো বাহিনী গতিশীলতা উন্নত করবে এবং সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জন্য উপকারে আসবে।’ তিনি আরও বলেন, ’এই প্রকল্পগুলির সময়মতো সমাপ্তি জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। বিআরও-এর বাজেট ৬,৫০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,১৪৬ কোটি টাকা হয়েছে। গত দুই বছরে, বিআরও ৩৫৬টি অবকাঠামো প্রকল্প সম্পন্ন করেছে, যা কৌশলগত উন্নয়নের জন্য একটি নতুন মাইলফলক।’

উদ্বোধিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে লাদাখের ৯২০ মিটার দীর্ঘ শ্যোক টানেল এবং চণ্ডীগড়ে ৩ডি-প্রিন্টেড হ্যাড কমপ্লেক্স। শ্যোক টানেল ভূমি ধস এবং তুষারঝড়ের প্রবণ এলাকা থেকে মসৃণভাবে চলাচলের সুযোগ দেবে, যা সামরিক পোস্টগুলিতে অবিচ্ছিন্ন প্রবেশ নিশ্চিত করবে। নতুন প্রকল্পগুলির একটি বড় অংশ উত্তরপূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলিতে সম্পন্ন হয়েছে, যা পূর্ব সীমান্তে সড়ক এবং সেতু সংযোগ উন্নত করেছে। অরুণাচল প্রদেশে, নতুন সড়ক এবং সেতু যেমন সেলা—চাব্রেলা—বিজেজি সড়ক এবং লুমলা সেতু, তাওয়াং পৌঁছানোর জন্য বিকল্প অ্যাক্সেস প্রদান করবে এবং সামরিক অঞ্চলে গতিশীলতা বাড়াবে।

সিকিমে, কালেপ—গাইগং সড়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলি, বিশেষ করে দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে, সংযোগ স্থাপন করেছে।

মিজোরামে, লংটলাই---দিলতলাং—পারভা অক্ষ বরাবর নতুন অবকাঠামো, সীমান্ত গ্রামগুলিতে উন্নত প্রবেশাধিকার তৈরি করেছে এবং ভারত-মিয়ানমার এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লজিস্টিকস শক্তিশালী করেছে।

বিআরও-এর ডিরেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাঘু শ্রীনিবাসান সরকারের অব্যাহত সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে সংস্থাটি এখন প্রধান মন্ত্রকগুলির জন্য একটি পছন্দের এজেন্সি হয়ে উঠেছে। বিআরও তার মন্ত্র, “শ্রমেনা সর্বং সাধ্যং” (কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সব কিছু সম্ভব) পুনর্ব্যক্ত করেছে।

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু

শুভ ২১তম বিবাহ বার্ষিকী

অপুরাম সবকাব ও লিলু দে সরকার

বিবাহ তারিখ: ০৮-১২-২০০৪ ইং, বুধবার

আজ তোমাদের ২১তম বিবাহ বার্ষিকীতে সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সবস্বতী পরমহংসদেবের রাতুল চরনে প্রার্থনা করি তোমাদের সুস্থ্য, সুখী ও সমৃদ্ধশালী দীর্ঘ মধুময় দাম্পত্য জীবন। এই শুভ দিনটি তোমাদের জীবনে বার বার ফিরে আসুক- এই আশীর্বাদ ও শুভ কামনায়-
সন্ধ্যা, স্বপ্না, তপ্না (দিদিগণ),রত্না, ঝর্ণা, রাঙা, টুকলু (বোনেরা),
মিঠু,স্বপন, নারু,রাজু(ভগ্নিপতিগণ),
শিবুদা, শংকর, গুপু (ভাই), শিখা,রেখা,ঝর্ণা, শিলু-রাঙা (জেঠালিগণ),অনিতা-বাণী(বৌদিগণ),শুক্লা, মালা, চুমকি,পিকু, দ্বীপশিখা,গুণগুণ(মেয়ে),
অমরদা, সুরঞ্জনদা, শিবুদা, প্রাণকৃষ্ণদা (ভায়রাভাইগণ),
ভাগিনা, ভাগ্নিগণ - অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা।
খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা
মোবাইল- ৯৪৩৬৫১৮৩৭৮ ৯৪৩৬৪৭০৭৪২

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 08-12-2025, 01:24